Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 66
April-June 2021

বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী রহ. ও হানাফী ফিক্‌হে তাঁর প্রণীত 'আল-হিদায়া'-এর অবস্থান : একটি মূল্যায়ন*

Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, and the Status of His *al-Hidāyah* in the *Ḥanāfī* School of Thought: An Evaluation

Md. Toha**

ABSTRACT

Burhān al-Dīn al-Marghīnānī is one of the renowned Ḥanāfī Imāms. His work al-Hidāyah is regarded to have created a new trend in practicing Ḥanāfī fiqh in the post-classic era. In the present article, along with discussing the biography of Imām al-Marghīnānī an attempt has been made to examine the methodologies followed by al-Marghīnānī in the production of al-Hidāyah and thereby present his impact on the Ḥanāfī jurisprudence. It has been demonstrated from the present work that Ya'qūb Mayrūn and different other scholars' claim of al-Marghīnānī's being the originator of the new trend in post-classic Ḥanāfī fiqh is justified.

Keyywords: al-Marghīnānī; al-Hidāyah; Islamic Law; Ḥanāfī Madhhab; Transoxiana.

সারসংক্ষেপ

বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমামগণের অন্যতম। তাঁর রচিত আল-হিদায়া ক্লাসিক-উত্তর যুগে হানাফী ফিক্‌হচর্চার নতুন ধারা সৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইমাম মারগিনানীর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি আল-হিদায়া রচনায় অনুসৃত নীতিমালা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম মারগিনানীর প্রভাব উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, বিশিষ্ট ফিক্‌হ গবেষক ইয়াকুব মেরনসহ বিভিন্ন স্কলার কর্তৃক ইমাম মারগিনানীকে ক্লাসিক-উত্তর হানাফী ফিক্‌হচর্চার নতুন ধারার প্রবর্তক দাবি করার বিষয়টি যথার্থ।

মূলশব্দ : মারগিনানী, আল-হিদায়া, ইসলামী আইন, ফিক্‌হ, হানাফী মাযহাব, ট্রান্স-অক্সিয়ানা।

* This work is based on my 2019 M.A. (research) dissertation "Mergînânî'nin el-Hidâye Adlı Eserinin Kitâbü'l-bey' ve İlgili Bölümlerinde Kavâid ve Davâbıtın Kullanımı", done under the Institute of Social Sciences, University of Marmara, Istanbul. I must express my deepest gratitude to my supervisor Dr. Nail OKUYUCU, without whose effort, the dissertation; consequently this work would not be possible.

** Md. Toha is a Faculty (adjunct), Center for Modern Languages (CML), Bangladesh University of Professionals, Mirpur, Dhaka-1216, email: tohataohid@gmail.com

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ করার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়, তা যেভাবে রাসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে হয়েছে সাহাবা রা.-এর পক্ষ থেকেও তেমন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়কালে কৃত ইজতিহাদসমূহের কিছু ইজতিহাদ পরবর্তী সময়ে অহী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে আবার কিছু সিদ্ধান্ত অহী দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকাল পরবর্তীকালে অহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর ইজতিহাদ প্রসার লাভ করতে থাকে। তবে সাহাবা ও তাবিঈ যুগে ফিক্‌হের একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করা এবং অনেকটাই আরব ভূখণ্ডের মাঝে সীমাবদ্ধ মুসলিম সমাজে উদ্ভূত নতুন সমস্যাসমূহ সংখ্যায় স্বল্প হওয়ায় ইজতিহাদ বৃহদাংশে দৈনন্দিন জীবনে সম্মুখীন হওয়া সমস্যাসমূহের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাহাবা যুগ থেকেই মুসলমানদের বিজয় অভিযান আরব ভূখণ্ড অতিক্রম করতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্বের সীমানা সুদূর মধ্য-এশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। একদিকে নতুন বিজিত মুসলিম অঞ্চলের ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনাচারে অভ্যস্ত অধিবাসীদের সংস্পর্শে মুসলিম সমাজ নিত্যনতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে শুরু করে। অপরদিকে ফিক্‌হ একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত ফিক্‌হের ছাত্রদের মাঝে মানবজীবনের সকল সমস্যা, এমনকি সম্ভাব্য সমস্যা নিয়েও আলোচনা ও গবেষণা প্রসার লাভ করতে শুরু করে। ফলে সাহাবা এবং তাবিঈ যুগের ইজতিহাদ সংস্কৃতি, মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাদের ছাত্রদের হাতে ব্যাপকতা লাভ করে। ফিক্‌হশাস্ত্র এবং ইজতিহাদের এই সম্প্রসারণ, একাধিক ইজতিহাদ পদ্ধতি জন্মদানের পাশাপাশি স্বাধীন ইজতিহাদের স্থানে প্রাতিষ্ঠানিক ইজতিহাদের প্রসার লাভ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা পরবর্তীকালে ফিক্‌হী মাযহাবসমূহের আত্মপ্রকাশের অন্যতম কারণ হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ইজতিহাদের প্রসার লাভ এবং ফিক্‌হী মাযহাবসমূহের আত্মপ্রকাশ; ইমামগণের মতামতসমূহ সংরক্ষণ, মতামতসমূহের নির্ভরকৃত দলিল-প্রমাণাদির বিচার বিশ্লেষণ, মাযহাবের সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার-প্রসার ও শিক্ষাদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুখতাসার, শারহ এবং হাশিয়া প্রকৃতির মাযহাবভিত্তিক ফিক্‌হী সাহিত্যের ব্যাপকতা লাভের কারণ হয়। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী আলিমগণ তাদের নিজ মাযহাবের আলোকে ফিক্‌হী সাহিত্য রচনার মাধ্যমে ইসলামী ফিক্‌হ, বিশেষত অনুসৃত মাযহাবের ক্রমবিকাশে অবদান রাখতে শুরু করেন। হানাফী মাযহাবের ক্রমবিকাশে যে-সকল মনীষী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, ইমাম বুরহানুদ্দিন আল মারগিনানী (মৃ.

৫৯৩ হি. /১১৯৭ খ্রি.) তাদের অন্যতম। লেখকের রচিত আল-হিদায়া নামক গ্রন্থ, মারগিনানী-উত্তর হানাফী যুগে মাযহাবের কেন্দ্রে অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইমাম মারগিনানীর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি হানাফী মাযহাবে আল-হিদায়ার প্রভাব উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ট্রান্স-অক্সিয়ানায় ফিক্‌হচর্চা

মধ্যযুগে বুখারা-সমরকন্দকেন্দ্রিক গড়ে-ওঠা একটি বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির কেন্দ্রকে বোঝাতে, বিশেষত ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের উপর রচিত আধুনিক অ্যাকাডেমিক রচনাসমূহে ব্যবহৃত আরবী 'ما وراءالنهر' কিংবা ইংরেজি Transoxiana শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে ইসলামী বিজয় অভিযানের ইতিহাসে কিংবা আধুনিক সময়ে ইসলামী বিশ্বের মানচিত্রে ব্যবহৃত 'মধ্য-এশিয়া' পরিভাষাটি যথার্থ বিবেচিত না হওয়ায় উল্লিখিত অঞ্চলকে বোঝাতে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইংরেজি 'ট্রান্স-অক্সিয়ানা' পরিভাষাটি ব্যবহারকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

ট্রান্স-অক্সিয়ানা, নদীর অপর তীরে অর্থে অক্সাস নদীর পূর্ব-তীরে অবস্থিত প্রাচীন বুখারা-সমরকন্দ-নাসাফ-তাশখন্দ (শাশ)-ইসবিজাব প্রভৃতি শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তুর্কি-ইসলামী ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুয়াবিয়া রা.-এর সময়ে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ (মৃ. ৬৭/৬৮৬)-এর অক্সাস নদী পার হয়ে বায়কান্দ বিজয়ের মাধ্যমে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় প্রবেশ করলেও অত্র অঞ্চলে স্থায়ী মুসলিম শাসন, ৮ম শতকের প্রাথমিক দিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মৃ. ৯৫/৭১৪) কর্তৃক খোরাসানে নিযুক্ত সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম (মৃ. ৯৬/৭১৫)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একাধিক যুদ্ধ আর বিদ্রোহের ফলে সে শাসনও স্থায়িত্বের মুখ দেখতে পারেনি। পরবর্তীকালে আব্বাসী খলীফা হারুনুর-রশিদ (মৃ. ১৯৩/৮০৯)-এর সময়কালে অত্র অঞ্চল স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে খলীফা মামুন (মৃ. ২১৮/৮৩৩) কর্তৃক সামান হুদার চার পৌত্র নূহ, আহমদ, ইয়াহিয়া এবং ইলিয়াসকে সমরকন্দ, ফারগানা, শাশ এবং হিরাত-এর প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে অত্র অঞ্চলে 'সামানী' যুগের সূচনা হয় (Özgüdenli 2003, 177)।

ট্রান্স-অক্সিয়ানার ফিক্‌হচর্চার ইতিহাসে সামানী যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ট্রান্স-অক্সিয়ানায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই অত্র অঞ্চলে ফিক্‌হচর্চার শুরু হয় এবং তা ইমাম আবু হানীফার (মৃ. ১৫০/৭৬৭) ছাত্রদের হাতে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। অত্র অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের ব্যাপকতা অর্জনের অন্যতম কারণ হিসেবে ট্রান্স-অক্সিয়ানার ফিক্‌হচর্চার সংস্কৃতি, হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনুসারীদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করাকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অত্র অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের ব্যাপকতা অর্জনে আব্বাসী খলীফাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ৯ম শতাব্দীব্যাপী হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনুসারীদের ইরাক, ইরান ও মধ্য-এশিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ফলস্বরূপ অত্র অঞ্চল হানাফী মাযহাবের

অনুসারীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এভাবে সামানী যুগে ট্রান্স-অক্সিয়ানা, হানাফী ফিক্‌হচর্চার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ট্রান্স-অক্সিয়ানা সামানীদের থেকে কারাখানীদের হাতে নিপতিত হয়। তবে ট্রান্স-অক্সিয়ানার এই রাজনৈতিক পরিবর্তন তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি। সামানীদের মত কারাখানীরাও ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি ও আইন-অনুশাসনের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। এমনকি তামগাচ বুরা খান (৪৩৩-৪৬০/১০৪১-১০৬৮) কর্তৃক রাষ্ট্রের কর ব্যবস্থা ইসলামীকরণের বর্ণনাও পাওয়া যায় (Kavakçı 1976, 3)।

একইভাবে ট্রান্স-অক্সিয়ানার সামানী যুগের হানাফী মাযহাব কেন্দ্রিক ফিক্‌হচর্চাও তার শান-শওকতের সঙ্গে কারাখানিদ যুগে শুধুমাত্র অব্যাহতই থাকেনি, বরং আরও গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামী অনুশাসনকে উৎসাহিত করা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া স্বভাবতই অত্র অঞ্চলে প্রচলিত ফিক্‌হ, অন্যভাবে বললে হানাফী ফিক্‌হচর্চাকে আরও ত্বরান্বিত করে। কারাখানিদ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমরকন্দ কেন্দ্রিক হানাফী ফিক্‌হচর্চার পাশাপাশি 'সদর' পদ্ধতির[১] ছায়ায় বুখারায়ও হানাফী ফিক্‌হের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। সর্বোপরি কারাখানিদ যুগ, ট্রান্স-অক্সিয়ানার হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। বিশেষত হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ক্রমবিকাশ, কারাখানিদ সময়কার ট্রান্স-অক্সিয়ানার কাছে ঋণী। এমনকি কারাখানিদ ট্রান্সঅক্সিয়ানা-উত্তর হানাফী ফিক্‌হচর্চা বৃহদাংশে কারাখানিদ সময়কার ট্রান্স-অক্সিয়ানা হানাফী ফিক্‌হের বলয়ের মধ্যে থেকেই বিকশিত হয়েছে। বিশেষত ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাভী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯), আবু বকর আশ-শাশী (মৃ. ৪৮৩/১০৯০), আবু-বকর আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) এবং বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচনার মধ্যমণি ইমাম মারগিনানী প্রমুখের কথা বিবেচনায় নিলে আমরা হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রে কারাখানিদ ট্রান্স-অক্সিয়ানার অবদান অনুধাবন করতে পারি।

ইমাম মারগিনানীর ব্যক্তি জীবন

ইমাম মারগিনানী ইসলামী সভ্যতার সোনালি যুগে বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ফারগানা অঞ্চলের মারগিনান শহরের রিস্তান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম

---

১. **সদর পদ্ধতি :** বুখারার প্রধান মুফতী বা প্রথম সারির আলিমদেরকে 'সদর' উপাধিতে ভূষিত করা হত। মূলত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মীয় সংগঠন হলেও তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কখনো কখনো তাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও উদ্বুদ্ধ করেছে, যা কখনো কখনো আঞ্চলিক শাসকদের সঙ্গে বিবাদের কারণ হয়েছে এবং ফলাফলে 'সদর'দের কাউকে কাউকে শাসক পরিবারের হাতে নিহত হওয়ার উদাহরণও পাওয়া যায়। বুখারার 'সদর' সংস্কৃতি, হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'সদর' সংস্কৃতির অধীন প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী বুখারায় হানাফী ফিক্‌হের চর্চা অব্যাহত থাকে। হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রে 'বুরহান' পরিবার ও 'মাহবুবী' পরিবারের প্রভাবের কথা বিবেচনায় নিলে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে 'সদর' সংস্কৃতির অবদান অনুধাবন করা যায়। সদর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu Ges W. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia II

আবুল-হাসান বুরহানুদ্দীন আলী বিন আবু-বকর বিন আব্দুল-জলীল আল-ফারগানী আল-মারগিনানী আর-রিস্তানী (Özel 1990, 86; Koca 2004, 182-83; Kavakçı 1976, 131)। তাশকপ্রুজাদে (৯০১-৯৬৮/১৪৯৫-১৫৬১) ও কুরেশী ইমাম মারগিনানীর 'শাইখুল ইসলাম' উপাধির কথাও উল্লেখ করেছেন (Tashkopruzade 1961, 101; Qurashi 1993, 2/662)। লখনভী হিদায়ার উপর তাঁর লিখিত হাশিয়ার ভূমিকায় মারগিনানীর বংশ পরম্পরা আবু বকর রা. পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা উল্লেখ করেছেন (Lucknawi 1996, 1/11)।

ইমাম মারগিনানীর জন্ম তারিখের বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা লখনভী ইমাম মারগিনানীর জন্মতারিখ ৮ রজব ৫১১ হিজরি মোতাবেক নভেম্বর ১১১৭ উল্লেখ করেছেন (Lucknawi 1996, 1/12)। অন্যদিকে যারকালী ইমাম মারগিনানীর ৫৩০ হিজরিতে জন্ম নেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (Ziriklī 2002, 4/266)। তবে ইমাম মারগিনানীর ওস্তাদগণের মধ্যে সাদরুশ-শহীদ রহ.-এর ৫৩৬ হিজরিতে এবং নাজমুদ্দিন আন-নাসাফী রহ.-এর ৫৩৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে লখনভীর দেয়া তারিখ অধিকতর যৌক্তিক প্রতীয়মান হয়।

পারিবারিক বিবেচনায় ইমাম মারগিনানী ইলমি পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর দাদা আবু হাফস ওমর বিন হাবিব বিন আলী আজ-জান্দারমাসী ছিলেন শামসুল-আইম্মা ইমাম আস-সারাখসীর (মৃ. ৪৮৩/১০৯০) ছাত্র। তিনি খিলাফবিদ্যায়[২] একজন প্রসিদ্ধ আলিম হওয়ার পাশাপাশি বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন (Kavakçı 1976, 131)। তাশকপ্রুজাদে তাকে ইমাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Tashkopruzade 1961, 84)। ইমাম মারগিনানীর পুত্র নিযামুদ্দিন ওমর বিন আলী (মৃ. ৬০০/১০৯০ বা তৎপরবর্তী) ছিলেন '*আল-ফাওয়াইদ ওয়া জাওয়াহিরুল*'-ফিক্‌হ গ্রন্থের রচয়িতা হানাফী আলিম। অপর পুত্র মুহাম্মদও ছিলেন একজন বড় আলিম-ই-দীন। লখনভী তাকে শাইখুল-ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন (Lucknawi ND, 142)। পৌত্র আবুল ফাতহ যায়নুদ্দীন আব্দুর রহীম বিন আবু বকর ইমামুদ্দীন বিন আলী আল-মারগিনানী (মৃ.

২. **খিলাফ বিদ্যা :** ফিক্‌হশাস্ত্রে খিলাফবিদ্যা বলতে সাধারণত মাযহাবসমূহের মাঝে বিদ্যমান মতানৈক্যের তুলনামূলক পর্যালোচনাকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন ফিক্‌হী মতামতের নির্ভরকৃত দলিলসমূহ উপস্থাপন, বিরুদ্ধপক্ষের দলিলসমূহের দুর্বলতা এবং পক্ষাবলম্বনকৃত দলিলসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি প্রমাণের মাধ্যমে স্বপক্ষের মতামতের প্রাধান্য প্রমাণ করা খিলাফশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাদলশাস্ত্র এবং মুনাজারাশাস্ত্রের সাথে খিলাফশাস্ত্রের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আদতে ফিক্‌হশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনাকারী অনেক লেখককে এই তিন শাস্ত্রের মাঝে পার্থক্য না করতে দেখা যায়। যেমন ইবনুল আকফানী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮) জাদলশাস্ত্রকে 'শরঈ দলীলসমূহকে উপস্থাপন, উপস্থাপনকৃত দলীলসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ খণ্ডন এবং মতপার্থক্যসমূহকে নির্দিষ্ট একটি নিয়মে সজ্জিতকরণ-সম্পর্কিত শাস্ত্র' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। দৃশ্যত এটি খিলাফশাস্ত্রের সংজ্ঞা এবং পরবর্তী একাধিক লেখকের পক্ষ থেকে খিলাফশাস্ত্রের সংজ্ঞা হিসেবে ইবনুল আকফানী'র উপর্যুক্ত সংজ্ঞাকে নির্বাচন করতে দেখা যায়।

৬৭০/১২৭১), হানাফী মাযহাবে প্রসিদ্ধ '*জামিউল ফুসুলাইন*' গ্রন্থের নির্ভরকৃত দুটি গ্রন্থের একটি '*আল-ফুসুলুল ইমদাদিয়া*' গ্রন্থের রচয়িতা (Özel 1990, 112)।

ইমাম মারগিনানীর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে দুঃখজনকভাবে তথ্য-উপাত্ত খুবই সীমিত। ইমাম মারগিনানী ৫৪৫ হিজরিতে হজ্জ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। হজের সফরে ওমর বিন আব্দুল মুমিন আল-বলখী (মৃ. ৫৫৯/১১৬৩) ইমাম মারগিনানীর সাথী হয়েছিলেন (Qurashi 1993, 2/652)। ইমাম মারগিনানী বুখারা এবং চেঙ্গিস খান (মৃ. ৬২৪/১২২৭)-এর মধ্যে মীমাংসার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বুখারাবাসীর চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে চেঙ্গিস খান বুখারা হামলা করে এবং শহর ধ্বংস করে দেয়। সে যুদ্ধে ইমাম মারগিনানীও ১৪ জিলহজ ৫৯৩ হিজরিতে (১৪ অক্টোবর ১১৯৭) শাহাদত বরণ করেন। সমরকন্দে তাঁর মাজার অবস্থিত (Özel 1990, 87)।

ইমাম মারগিনানীর শিক্ষাজীবন

ইমাম মারগিনানীর ব্যক্তিজীবনের মত তাঁর ছাত্রজীবন সম্পর্কেও খুব বেশি জানা যায় না। তবে তাঁর শিক্ষকদের তালিকায় বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট আলিমদের নাম থাকায় ইলম অর্জনে তাঁর বুখারা, সমরকন্দ, মারভ, নিশাপুর, মক্কা ও মদীনার মত ইসলামী জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রসমূহে ভ্রমণের ইঙ্গিত বহন করে। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মারভে থাকার সময় তাঁর শিক্ষক মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজী থেকে সহীহ মুসলিমের ইজাযত আনার কথা উল্লেখ করেন (Qurashi 1993, 3/341-42; Lucknawi ND, 166)। জ্ঞান অর্জনে ইমাম মারগিনানীর চেষ্টা ও ত্যাগ শুরু হয় তাঁর শৈশব থেকেই। তিনি বালক বয়সেই জ্ঞান অর্জনে বিভিন্ন শহরে সফর শুরু করেন। তিনি সমরকন্দে কায়েস বিন ইসহাক বিন মুহাম্মদ আল-মারগিনানীর (মৃ. ৫২৭/১১৩৩) দারসে বসা এবং তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন (Qurashi 1993, 2/712-13)। এ তথ্য বিবেচনায় নিলে ইমাম মারগিনানীর ১৬ বা এর চাইতে ছোট বয়সেই জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে সমরকন্দে সফর করার কথা বোঝা যায়। ইলম অর্জনে তাঁর চেষ্টা ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন 'জ্ঞান অর্জনে কোনো বিরতি না নেয়ায় আমি বন্ধুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি' (Zarnūjī 2004, 61)।

শিক্ষকবৃন্দ

ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগের মহান ব্যক্তিবর্গের একজন মারগিনানী, তাঁর সময়কার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের থেকে ইলম হাসিল করেন। ইমাম মারগিনানীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর বাবার হাত ধরে। ইমাম মারগিনানীর ছাত্র বুরহানুল ইসলাম আজ-যারনূজী উল্লেখ করেছেন, ইমাম মারগিনানী বুধবার পাঠদান শুরু করার সময় বলেন 'আমার বাবাও এভাবেই (বুধবার পাঠদান শুরু) করতেন। (Zarnūjī 2004, 48; Qurashi 1993, 2/629) তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে তাঁর দাদা আবু হাফস ওমর বিন হাবীব আলী আল-জান্দারমাসী সহ আলী বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-ইসবিজাবী আস-সমরকন্দী (৪৫৪-৫৩৫/১০৬২-১১৪০), আবু হাফস নাজমুদ্দীন ওমর বিন মুহাম্মদ আন-নাসাফী আস-সমরকন্দী আল-মাতুরিদী (৪৬১-৫৩৭/১০৬৮-১১৪২), আবুল

লাইস আহমদ বিন ওমর আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭/১১৪২), বুরহানুদ্দীন আল-কবীর আবদুল আযীয বিন ওমর বিন মাজা (মৃ. ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে) এবং তাঁর দুই ছেলে সাদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন ওমর বিন আব্দুল-আযীয আল-বুখারী (৪৮৩-৫৩৬/১০৯০-১১৪১) ও আস-সাদরুস সা'ঈদ তাজউদ্দীন আহমদ বিন আব্দুল-আযীয (মৃ. ৫৫১-৫৫৯/১১৫৬-১১৬৩ মধ্যবর্তী), মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজী, আবু ওমর ওসমান বিন আলী আল-বেয়কান্দী, কিয়ামুদ্দিন আহমদ বিন আব্দুর রশীদ আল-বুখারী, মুহাম্মদ বিন আব্দুর-রহমান আল-বুখারী (মৃ. ৫৪৬/১১৫২), জিয়াউদ্দিন সাইদ বিন আস'আদ আল-মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭), নাসরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সুলাইমান, যহীরুদ্দীন আল-হাসান বিন আলী আল-মারগিনানী, আবু রেজা সাদিদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ আত-তেরাজী, ওসমান বিন ইবরাহীম বিন আলী আল-খাকান্দী, ওমর বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বিস্তানী, আব্দুল্লাহ বিন আবুল-ফাতহ আল-খানকাহী, মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খতিবী, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কুশ্মিহানী (الكُشْمِيْهَنِيُّ), আবু-তাহির মুহাম্মদ বিন আবু-বকর আল-বুশানজী, মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বিন মাসঊদ প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমগণের নাম উল্লেখযোগ্য (Lucknawi ND, 141; Tashkopruzade 1961, 101; Qurashi 1993, 2/628; Kavakçı 1976, 132; Özel 1990, 64, 65, 67,86; Koşe 2001, 347, 348; Koca 2004, 182; Bedir 2014, 35; Şimşek 2014, 280-86)। তাছাড়া হজের সফরে ওমর বিন আব্দুল মুমিন আল-বলখী থেকে হাদীস এবং ফিক্‌হের দারস নেয়ার একটি বর্ণনা রয়েছে (Qurashi 1993, 2/652)।

উপরের তালিকা থেকে ইমাম মারগিনানীর শিক্ষা জীবনে সমরকন্দের প্রভাব অনুধাবন করা যায়। তিনি সমরকন্দেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের একজন নাজমুদ্দীন ওমর বিন মুহাম্মদ আন-নাসাফী থেকে পাঠগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অপর সমরকন্দী ওস্তাদ শাইখুল-ইসলাম আলী আল-ইসবিজাবী থেকে পাঠগ্রহণ সম্পর্কে বলেন-

> আমি দীর্ঘ সময় ইসবিজাবীর দারসে উপস্থিত ছিলাম। ... তাঁর কাছে আয-যিয়াদা, আল-মাবসুত এবং আল-জামি'-এর কিছু অংশ পড়েছি। তিনি আমাকে 'মুতলাক ইফতা'র[৩] দায়িত্ব দিয়েছেন। ... তবে তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থসমূহের ইজাযত তাঁর থেকে নেয়ার সুযোগ হয়নি। এসব (ইসবিজাবীর রচিত গ্রন্থসমূহ) আমাকে আমার অন্যান্য শিক্ষক রিওয়ায়ত করেছেন। (Qurashi 1993, 592)

৩. **মুতলাক ইফতা :** আরবীতে মুতলাক শব্দটি সাধারণত মুকাইয়াদ (শর্তযুক্ত) শব্দের বিপরীতার্থে শর্তহীন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফিক্‌হশাস্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করাকে মুতলাক ইজতিহাদ, গবেষণাকারীকে মুতলাক মুজতাহিদ বলা হয়ে থাকে। মুতলাক মুজতাহিদকে মুফতী মুস্তাকিল বা মুফতী মুতলাক হিসেবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে উপরে বর্ণিত মুফতী মুতলাক দ্বারা যিনি ফিকহের সকল বিষয়ে ফাতওয়া দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন এমন ফকীহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার স্বাধীন মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়। বরং তিনি কোনো একটি মাযহাবের মূলনীতির আলোকেও ফাতওয়া দিতে পারেন।

তিনি তাঁর অপর সমরকন্দী শিক্ষক মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তার চাইতে বেশি মর্যাদাবান, অধিক জ্ঞানী, প্রখর মেধাবী এবং বরকতময় আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জনকারী তার বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তার সমসময়ে নেতৃস্থানীয় হত।' মারগিনানী মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজীর কাছে ৫৩৫ হি./১১৪০ খ্রি. পর্যন্ত পাঠগ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ করেছেন (Qurashi 1993, 319)। সে অনুযায়ী সম্ভবত তিনি তাঁর প্রাথমিক জীবনে প্রায় দশ বছর সমরকন্দে অবস্থান করেছিলেন।

ইমাম মারগিনানীর শিক্ষাজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী অপর গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল বুখারা। সে সময় 'সদর' সংস্কৃতির অধীনে বুখারাতে হানাফী ফিক্‌হচর্চার স্বর্ণযুগ চলছিল। ইমাম মারগিনানী বুখারাতে বুরহানুদ্দীন আল-কবীর আব্দুল আযীয বিন ওমর বিন মাজা এবং তাঁর দুই ছেলে সাদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন ওমর বিন আব্দুল-আযীয আল-বুখারী ও আস-সাদর আস-সা'ঈদ তাজউদ্দীন আহমদ বিন আব্দুল আযীয আল-বুখারী থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তবে বুরহানুদ্দীন আল-কবীরের হিজরি ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে ইন্তিকাল করা এবং সে সময় মারগিনানীর সমরকন্দে অবস্থান করাকে বিবেচনায় নিলে বুরহানুদ্দীন আল-কবীরের নিকট তাঁর খুব বেশি দিন ছাত্রত্ব গ্রহণ করার সুযোগ না হওয়াই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তবে তাঁর পুত্র সাদরুশ শহীদ থেকে অনেক উপকৃত হওয়া এবং সাদরুশ শহীদ কর্তৃক ইমাম মারগিনানীকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করত তাঁর বাছাইকৃত ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় ইমাম মারগিনানী নিজেই উল্লেখ করেছেন (Qurashi 1993, 2/650)। যদিও কাতভান যুদ্ধে সাদরুশ শহীদ-এর শাহাদত (৫ সফর ৫৩৬/৯ সেপ্টেম্বর ১১৪১)-এর কারণে মারগিনানী তাঁর থেকে পাঠগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারেননি। পরবর্তীকালে তিনি আস-সাদর আস-সা'ঈদ থেকে পাঠগ্রহণ অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর থেকে বিভিন্ন জ্ঞানের ইজাজত লাভ করেন। আস-সাদর আস-সা'ঈদ থেকে ইজাযত গ্রহণ প্রসঙ্গে ইমাম মারগিনানী বলেন, 'তিনি আমাকে তাঁর সমস্ত রেওয়ায়াত এবং ইজাযত গৃহীত পুস্তকসমূহের মুসাফাহা পদ্ধতিতে ইজাযত[৪] প্রদান করেন এবং স্বহস্তে এই ইজাযতনামা লিপিবদ্ধ করেন।' (Qurashi 1993, 1/189-90)

ইমাম মারগিনানীর শিক্ষকদের উপর্যুক্ত তালিকার দিকে নজর দিলে দুটি ভিন্ন ধারায় ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সঙ্গে তাঁর যুক্ত হওয়া প্রতীয়মান হয়। একটি বুখারী ধারা, যা ইমাম সারাখসী হয়ে ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত পৌঁছেছে। অপরটি সমরকন্দী ধারা, যা ইমাম নাসাফী হয়ে ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম মারগিনানীর বুখারী ধারাটি নিম্নরূপ-

৪. **মুসাফাহা পদ্ধতিতে ইজাযত :** ইজাযত প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষত হাদীসশাস্ত্রে, কিছু বিশেষ সংস্কৃতির প্রচলন রয়েছে। তেমনি একটি সংস্কৃতি হচ্ছে উস্তাদের তাঁর ছাত্রের হাতে হাত রেখে মুসাফাহা করা অবস্থায় ইজাযত প্রদান করা। এই পদ্ধতির ইজাযত প্রদানকে 'মুসাফাহা পদ্ধতি'তে ইজাযত প্রদান বলা হয়ে থাকে।

ইমাম আ'যম আবু হানীফা (মৃ. ১৫০/৭৬৭)
ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫)
আবু-হাফস আল-কবীর (মৃ. ২১৬/৮৩১)
আবু-হাফস আস-সগীর (মৃ. ২৬৪/৮৭৮)
আব্দুল্লাহ আস-সাবাজমুনী (মৃ. ৩৪০/৯৫২)
মুহাম্মদ বিন আল-ফাদ্‌ল আল-বুখারী (মৃ. ৩৮১/৯৯১)
আবু-আলী আন-নাসাফী (মৃ. ৪২৪/১০৩৩)
শামসুল-আইম্মা আল-হালওয়ানী (মৃ. ৪৫২/১০৬০)
শামসুল-আইম্মা আস-সারাখসী (মৃ. ৪৮৩/১০৯০)
বুরহানুদ্দীন আল-কবীর (মৃ. ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে)
সদরুশ-শহীদ (মৃ. ৫৩৯/১১৪১) এবং তাঁর ভাই আস-সদরুস-সা'ঈদ (মৃ. ৫৫১-৫৫৯/১১৫৬-১১৬৩ মধ্যবর্তী)
আল-মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭)

ছক ১ : ইমাম মারগিনানীর বুখারা-হানাফী কেন্দ্রিক ফিকহী ধারা (Şimşek 2014, 288)

ইমাম মারগিনানী তাঁর নানা এবং আবু ওমর ওসমান বিন আলী আল-বিকান্দীর (البِيْكَنْدِيُّ) দিক হতেও ইমাম সারাখসীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা উভয়েই ইমাম সারাখসীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। এছাড়াও ইমাম মারগিনানী, মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজী হয়ে আলাউদ্দিন আস-সমরকন্দী (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪) হয়েও অপর একটি ধারায় ইমাম সারাখসীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজীর ধারায় ইমাম মারগিনানীর বুখারী এবং সমরকন্দী উভয় ধারার সম্মেলন ঘটেছে। ইমাম মারগিনানীর সমরকন্দী ধারাটি নিম্নরূপ-

ইমাম আ'যম আবু হানীফা (মৃ. ১৫০/৭৬৭)
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল-হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫)
আবু-সুলায়মান আল-জুজানী (মৃ. ২০০/৮১৫ এর পরবর্তী সময়ে)
আবু-বকর আল-জুজানী (মৃ. ৩য়/৯ম শতাব্দী)
আবু-মনসুর আল-মাতুরিদী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪)
আব্দুল-করীম আল-বাযদাভী (মৃ. ৩৯০/৯৯৯)
ইসমাইল বিন আব্দুস-সাদিক আল-বিয়ারী (মৃ. ৪৯৪/১১০০)
আবুল ইয়ুস্‌র আল-বাযদাভী (মৃ. ৪৯৩/১১০০)
নাজমুদ্দিন ওমর আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭/১১৯৭)
ইমাম মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭)

ছক ২ : ইমাম মারগিনানীর সমরকন্দ-হানাফী কেন্দ্রিক ফিকহী ধারা (Şimşek 2014, 289)

ইমাম মারগিনানী মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজী হয়েও আবুল ইয়ুস্‌র আল-বাযদাভীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ইমাম মারগিনানীর সমরকন্দী ধারাটি মারগিনানীকে হানাফী ফিক্‌হ ধারার সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি হানাফী-মাতুরিদী কালাম ধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে। হানাফী-মাতুরিদী কালামশাস্ত্রে সমরকন্দের ভূমিকার প্রতি লক্ষ করলে তা আরও স্পষ্ট হয়। ইমাম মারগিনানীর ওস্তাদ নাজমুদ্দীন ওমর আন-নাসাফী নিজেও একজন কালামবিদ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ আকীদার গ্রন্থ *'আল-আকীদাতুন নাসাফিয়্যাহ'*র রচয়িতা।

ইমাম মারগিনানীর জ্ঞান অর্জনে, বিশেষত তাঁর ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অপর একটি কেন্দ্র ছিল মারভ। মারভে থাকা অবস্থায় তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কুশ্মিহানী, আবু-তাহির মুহাম্মদ বিন আবু বকর আল-বুশানজী, মুহাম্মদ বিন আল-হাসান বিন মাসঊদ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন এবং ইজাযত লাভ করেন। মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-বেন্দেনিজী থেকে সহীহ মুসলিমের ইজাযতও তিনি মারভে থাকা অবস্থাতেই ৫৪৫/১১৫০ এর দিকে অর্জন করেন। বেন্দেনিজী হয়ে ইমাম মারগিনানীর সহীহ মুসলিমের সিলসিলা নিম্নরূপ-

ইমাম মুসলিম
ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান আল-ফকীহ
মুহাম্মদ বিন ঈসা আল-জুলুদী
আব্দুল গাফির আল-ফারিসী
মুহাম্মদ বিন ফাদল আল-বুখারী
জিয়াউদ্দিন আল-বেন্দেনিজী
বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানী

ছক ৩ : ইমাম মারগিনানীর হাদীসের ধারা (Qurashi 1993, 3/346-47)

ইমাম মারগিনানীর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম মারগিনানী তাঁর সময়কার বিশিষ্ট আলিমদের নিকট থেকে ইলম হাসিলের পাশাপাশি তিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে ইসলামী জ্ঞানের জগতে নেতৃত্ব দানকারী আলিম তৈরি করে যেতে সক্ষম হন। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মাঝে তাঁর দুই সন্তান নিজামুদ্দীন ওমর বিন আলী আল-মারগিনানী (মৃ. ৬০০/১২০৩) এবং জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী আল-মারগিনানী, পৌত্র যায়নুদ্দীন আল-মারগিনানী (মৃ. ৬৭০/১২৭১) ছাড়াও শামসুল আইম্মা আল-কারদরী (৫৫৯-৬৪২/১১৬৪-১২৪৪), বুরহানুল-ইসলাম আয-যারনুজী, জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-উশ্‌রুসানী (মৃ. ৬৩৭/১২৪০ পরবর্তী) এবং তাঁর বাবা মাহমুদ বিন হুসাইন প্রমুখ আলিমের নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে। (Özel 1990, 76, 102, 112-13, Şimşek 2014, 289)।

শামসুল-আইম্মা আল-কারদরী ইমাম মারগিনানী নিকট আল-হিদায়ার দারস নেয়া প্রথম ছাত্র বলে জানা যায় (Qurashi 1993, 3/229)। ইমাম মারগিনানীর ইলমী ধারা কারদরী হয়ে আবুল-বারাকাত আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০/১৩১০) এবং হামীদুদ্দীন আদ-দারীর (মৃ. ৬৬৬/১২৬৮) প্রমুখ হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রখ্যাত আলিমদের পর্যন্ত পৌঁছায় (Özel 1990, 102)| ইমাম নাসাফী কারদরী হতে আল-হিদায়ার দারস নিয়েছেন। নাসাফী থেকে আবার হুসামুদ্দীন হুসাইন বিন আলী আস-সিগনাকী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪) দারস নিয়েছেন। ইমাম মারগিনানী থেকে কারদরী হয়ে আল-হিদায়ার কয়েকটি ইজাযত ধারা নিম্নরূপ-

আল-ইনায়াহ -এর লেখক ইকমালুদ্দীন আল-বাবিরতীর ধারা :

ইমাম আল-মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭)

আল-কারদরী (মৃ. ৬৪২/১২৪৪)

আস-সিগনাকী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪) এবং আব্দুল-আযীয আল-বুখারি (মৃ. ৭৩০/১৩৩০)

কিয়ামুদ্দীন আল-কাকী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮)

ইকমালুদ্দীন আল-বাবরতী (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪)

ছক ৪ : আল-হিদায়ার বাবরতী ধারা (Şimşek 2014, 290)

ফাতহুল-কাদীর-এর লেখক ইবনুল হুমাম ধারা :

ইমাম মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭)
আল-কারদরী (মৃ. ৬৪২/১২৪৪)
হাফিযুদ্দীন আল-কবীর মুহাম্মদ বিন নাসর আল-বুখারী (মৃ. ৬৭৩/১২৭৪)
আব্দুল আযীয আল-বুখারী (মৃ. ৭৩০/১৩৩০)
জালালুদ্দীন আহমাদ আল-কুরলানী (মৃ. ৭৬৭/১৩৬৬)
আলাউদ্দীন আস-সায়রামী
ক্বারিউল-হিদায়া সিরাজুদ্দীন ওমর বিন আলী (মৃ. ৮২৯/১৪২৬)
ইবনুল-হুমাম আস-সীওয়াসী (মৃ. ৮৬১/১৪৫৭)

ছক ৫ : আল-হিদায়ার ইবনুল হুমাম ধারা (Şimşek 2014, 291)

আল-বিনায়া-এর লেখক বদরুদ্দীন আল-আইনীর ধারা :

ইমাম মারগিনানী (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭)
মুহাম্মদ বিন আব্দুস সাত্তার আল-কারদরী (মৃ. ৬৪২/১২৪৪)
হাফিযুদ্দীন আল-কবীর মুহাম্মদ বিন নসর আল-বুখারী (মৃ. ৬৭৩/১২৭৪)
হুসামুদ্দীন আস- সিগনাকী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪)
শামসুদ্দীন আত-তাক্সুরী এবং নাজমুদ্দীন আত-তাক্সুরি

খাজা আহমাদ আর-রুমী
শরফুদ্দীন বিন আবির-রূহ ঈসা (মৃ. ৭৯৯ হি.)
বদরুদ্দীন আল-আইনী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১)

ছক ৬ : আল-হিদায়ার বদরুদ্দিন আল-আইনী ধারা (Ainī 2000, 1/103)

আইনী তাঁর ইজাযতের সিলসিলায় আরও পৃথক তিনটি ধারার উল্লেখ করেন, যার দুটি কিয়ামুদ্দীন আল-আতরাযীর (الأترازي) ধারায় হামীদুদ্দীন আদ-দরীর হয়ে কারদরী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অপরটি সিগনাকী হয়ে কারদরী পর্যন্ত পৌঁছেছে। (Ainī 2000, 1/103-104)

ইমাম মারগিনানী এবং তাঁর ছাত্রদের ইলমী ধারার ব্যাপকতা থেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী অঞ্চলসমূহে ইমাম মারগিনানীর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব অনুমান করা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম মারগিনানীর অবস্থানের উপর আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

হানাফী মাযহাবে তাঁর অবস্থান এবং অবদান

হানাফী মাযহাবকে পূর্ণরূপ দানকারী প্রধান ব্যক্তিবর্গের মাঝে ইমাম মারগিনানী অন্যতম। ট্রান্স-অক্সিয়ানার মত জ্ঞানের মারকাযে বেড়ে-ওঠা, যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমদের থেকে জ্ঞান অর্জন করা, মাযহাবকে প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলি রচনা করা এবং মাযহাবকে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্রবর্গ তৈরি করার মত মহৎ অর্জনসমূহ তাকে এই সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে। তাঁর এ সকল অর্জন তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং হানাফী মাযহাবে তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করে।

ইমাম মারগিনানীকে হানাফী ফিক্‌হের এক নতুন যুগের সূচনাকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির উৎকৃষ্টতা, তাঁর রচনাবলিকে মারগিনানী-উত্তর যুগে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করেছে। ইয়াকুব মেরন রচনাশৈলীর দিক থেকে হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রকে তিনটি ভিন্ন যুগে বিভক্ত করেন, প্রাচীন, ক্লাসিক এবং ক্লাসিক-উত্তর যুগ। ইমাম মারগিনানী শুধুমাত্র ক্লাসিক-উত্তর যুগের সূচনাকারীই নন, এ যুগে রচিত হানাফী সাহিত্যের সিংহভাগেই তাঁর রচনাশৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেরনের ভাষায়-

> হানাফী ক্লাসিক-উত্তর রচনাবলী পাঁচটি পরিবারের অধীনে (রচিত), যাদের প্রত্যেকের, ঠিক এই ক্লাসিক-উত্তর যুগের প্রতিষ্ঠাতার মতই, একটি করে মুখতাসার রয়েছে, যা সময়ের পরিক্রমায় অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থের উৎস হয়েছে। যে ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রত্যেকটিই নতুন আরেকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের উৎস হওয়ার দাবি রাখে। কখনো কখনো এই (নতুন) ব্যাখ্যা গ্রন্থও আরেকটি নতুন রচনার উৎসের ভূমিকা পালন করার ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়েছে। যা হোক, এসব রচনার সবই মারগিনানীর হিদায়া'র উপর নির্ভরশীল। (Meron 1969, 113)

মেরন 'পাঁচ পরিবার' দ্বারা ইরাকে নাসাফী (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪) এবং বাবরতী (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪), মিশরে ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১/১৩৮৮-১৪৫৭), আনাতলিয়ায় মোল্লা খসরু (মৃ. ৮৮৫/১৪৮০) এবং ইবরাহীম হালাবী (মৃ. ৯৫৬/১৫৪৯) প্রমুখদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। ইবনু নুজাইম (মৃ. ৯৭০/১৫৬২), তিমুরতাশী (মৃ. ১০০৪/১৫৯৫), হাসকাফী (মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭) এবং ইবনু আবিদীন প্রমুখ পরবর্তী প্রজন্মের শীর্ষ হানাফী আলিমগণ এই 'পাঁচ পরিবারে'র অনুসারী ছিলেন। মেরন তাঁর এই দাবীকে একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। মেরনের ছক অনুযায়ী হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রেকে পাঁচটি ধারায় বিভক্ত করা যায়-

১. মধ্য-এশিয়ান ধারা : ইমাম আবু-হানীফা >আবু ইউসুফ (মৃ.১৮২/৭৯৮) (প্রাচীন) >কুদুরী (মৃ. ৪২৮) (ক্লাসিক) >মারগিনানী (ক্লাসিক-উত্তর)

২. ইরাকী ধারা : ইমাম আবু-হানীফা >আবু ইউসুফ (প্রাচীন) >কুদুরী (ক্লাসিক) >মারগিনানী >নাসাফী এবং বাবরতী (ক্লাসিক-উত্তর)

৩. সিরিয়ান ধারা : ইমাম আবু-হানীফা >মুহাম্মদ আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫) >হাকিম আশ-শহীদ (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫) (প্রাচীন) >সারাখসী >আলাউদ্দিন আস-সমরকন্দী (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪) >কাসানী (ক্লাসিক)। সিরিয়ান এই ধারাটি এখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়। তবে ইমাম সারাখসী থেকে ইমাম মারগিনানী হয়ে অন্য ধারাটি অব্যাহত থাকে। যথা- ইমাম আবু হানীফা >মুহাম্মদ আশ-শায়বানী >হাকিম আশ-শহীদ (প্রাচীন) >সারাখসী (ক্লাসিক) >মারগিনানী >ইবনুল হুমাম >ইবনু নুজাইম >তিমুরতাশী >হাসকাফী >ইবনু-আবিদীন (ক্লাসিক-উত্তর)। ইবনু আবিদীন অপরদিকে ইমাম হাসকাফী>ইব্রাহীম আল-হালাবী হয়েও ইমাম মারগিনানীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

৪. মিশরীয় ধারা : ইমাম আবু-হানীফা >মুহাম্মদ আশ-শায়বানী >তাহাভী (মৃ. ৩২১/৯৩৩) (প্রাচীন) >সারাখসী (ক্লাসিক) >মারগিনানী >ইবনুল হুমাম >ইবনু নুজাইম >শুরুনবুলালী (মৃ. ১০৬৯/১৬৫৯) (ক্লাসিক-উত্তর)।

৫. আনাতলিয়ান ধারা : মারগিনানী >মোল্লা খসরু এবং মারগিনানী >ইব্রাহীম আল-হালাবী >মুহাম্মদ শায়খ যাদাহ (মৃ. ১০৭৮/১৬৬৭) (ক্লাসিক-উত্তর)

লক্ষণীয় যে, বর্ণিত পাঁচটি ধারার প্রত্যেকটিরই ক্লাসিক-উত্তর ধারাটি ইমাম মারগিনানীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। যদিও মেরনের আলোচনায় ভারতের বিষয় আলোচিত হয়নি, তবে ভারতে ইসলাম প্রচার এবং প্রসারে মধ্য-এশিয়ান তুর্ক এবং পারসিয়ানদের ভূমিকা ও ভারতের ফিক্‌হশাস্ত্রে হিদায়ার প্রভাব বিবেচনায় নিলে ভারতীয় ফিক্‌হ ধারাটিরও ইমাম মারগিনানীর পথ ধরে চলার দাবি অযৌক্তিক হবে না।

ইমাম মারগিনানী সম্পর্কে মেরনের অপর একটি দাবি হচ্ছে যে, মারগিনানী তিন স্তরবিশিষ্ট ফিক্‌হচর্চার ধারার প্রবর্তক (Meron 2002, 414-16)। তিনি ইমাম মারগিনানীর প্রথমে বিদায়াতুল মুবতাদী, অতঃপর কিফায়াতুল মুন্তাহী, সর্বশেষ এ

দুয়ের মধ্যবর্তী পরিসরে আল-হিদায়া রচনাকে কেন্দ্র করে এই দাবিটি করেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্য মতে মারগিনানীর পূর্বেই ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১) কর্তৃক *আল-বসীত*, *আল-ওয়াসীত* এবং *আল-ওয়াজীয* নামে শাফিয়ী ফিক্‌হের উপর গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এই ধারার প্রবর্তন করাকে বিবেচনায় নিলে মেরনের দাবিটি যথার্থ নয় বলা যায়। ইমাম গাযালী শুরুতে ইমাম জুয়ায়নীর (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫) *নিহায়াতুল মাতলাব ফী দিরায়াতিল মাযহাব* গ্রন্থের উপর নির্ভর করে *আল-বসীত* রচনা করেন। পরবর্তীকালে *আল-বসীত*কে আরো সংক্ষিপ্ত করে *আল-ওয়াসীত ফিল-মাযহাব* রচনা করেন এবং সর্বশেষ *আল-ওয়াসীত*কেও সংক্ষিপ্ত করে *আল-ওয়াজীয ফি ফিকহিল-ইমাম আশ-শাফি'ঈ* নামক *মুখতাসার* প্রণয়ন করেন।

ইমাম মারগিনানীর সমসাময়িক কাযী খান (মৃ. ৫৯২/১১৯৬) ও আত্তাবী (মৃ. ৫৮৬/১১৯০) এবং ইবনু কামাল পাশা (মৃ. ৯৪০/১৫৩৪) প্রমুখ হানাফী তাবাকাত আলিমগণ ইমাম মারগিনানীকে ৭ স্তরবিশিষ্ট তাবাকা পদ্ধতিতে ৫ম স্তরে 'আসহাবুত-তারজীহ' এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Al-Bahsain 1414/1993, 303)। তাশকপ্রুজাদে ও ইবনু আবদীন প্রমুখ আলিমগণ এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন (Tashkopruzade 1961, 9; Ibn Abedin ND, 1/11)। তবে যুক্তির বিচারে ৭ স্তরবিশিষ্ট এই তাবাকাত পদ্ধতিটি যথোপযুক্ত নয়। কেননা ৭ম স্তরকে মাযহাবের তাবাকাত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক। কাউকে অন্তত ফাতওয়া দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলেও অশুদ্ধ-অনুপযুক্ত, উপযুক্ত এবং অধিকতর উপযুক্ত-এর মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এর নিচে যারা আছেন তারা হয়তো নিরক্ষর নয়তো নিতান্তই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং বিভিন্ন মতের মাঝে পার্থক্য করতে অক্ষম। এই শ্রেণী তাবাকাত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে না। বর্ণিত তাবাকায় ফাতওয়া দেয়ার যোগ্যদের জন্য কোনো তাবাকা নির্ধারণ করা হয়নি। যদি ৬ষ্ঠ পর্যায়ের 'আসহাবুত-তামযীয'কে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া হয় তবে ইমাম নাসাফীর মত আলিমদেরকে এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা নিতান্তই অযৌক্তিক। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্যায়ের মাঝে পার্থক্যও অনস্পষ্ট। লখনভীর *আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা*কে প্রকাশনার জন্য প্রস্তুতকারী আবু-ফিরাস আন-নুসানী ইমাম মারগিনানীর 'মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব' হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত বলে দাবি করেন (Lucknawi ND, 141), যা ৭ স্তরবিশিষ্ট তাবাকাত পদ্ধতি মতে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানীর জন্য সংরক্ষিত স্তর আর ইমাম লখনভীর পদ্ধতিতে তৃতীয় স্তর।

ইবনু কামাল পাশার তাবাকাত পদ্ধতির সমালোচনা করে অন্যান্য আলিমের নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্ন তাবাকাত পদ্ধতির প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাহুসাইন ফকীহ লখনভী, আবু যাহরা ও ড. ফারফুর-এর প্রস্তাবনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তবে ড. ফারফুর এবং আবু যাহরা ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর ছাত্রদের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। ড. ফারফুর মুফতীদের জন্যও কোনো তাবাকা নির্ধারণ করেননি।

আবু যাহরা এবং লখনভী মুফতীদের জন্য একটি স্তর সংরক্ষণ করলেও লখনভী সাধারণ মুকাল্লিদ্দেরকে তাবাকার ৫ম স্তরে অবস্থান দিয়েছেন এবং ইমাম মারগিনানী ও ইমাম কারখী কিংবা সারাখসীদের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। তবে তিনি মুজতাহিদ মুতলাক এবং মুজতাহিদ মুতলাক মুন্তাসিব-এর মাঝে পার্থক্য করেছেন (Al-Bahsain 1414/1993, 301-10)।

ইবনু কামাল পাশা, লখনভী এবং ড. ফারফুর প্রমুখের প্রস্তাবিত তাবাকাত পদ্ধতিতে ইমাম মারগিনানীর অবস্থান নির্ণয় যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। ইমাম মারগিনানীর অবস্থান নির্ণয়ে সর্বোৎকৃষ্ট তাবাকাত পদ্ধতির প্রস্তাবনা করেছেন আবু যাহরা। তবে সেখানেও ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর ছাত্রদের মাঝে পার্থক্য না করায় এই তাবাকাত পদ্ধতিটিও অসম্পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের মতে আবু যাহরার পদ্ধতিটির সঙ্গে লখনভীর পদ্ধতিটির সমন্বয় সাধন করলে একটি উৎকৃষ্ট তাবাকাত পদ্ধতি কল্পনা করা সম্ভব। প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি নিম্নরূপ-

১. মুজতাহিদ মুতলাক : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ মাযহাবের ইমামগণ।[৫]

২. মুজতাহিদ মুতলাক মুন্তাসিব : ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম শায়বানী।

৩. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব : ইমাম কারখী, ইমাম দাবুসী এবং ইমাম সারাখসীদের মত যারা শুধু ফুরু মাস'আলাই নয়, মাযহাবের উসুলি মাসআলাতেও গবেষণা করেছেন এবং নিজস্ব মতামত দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

৪. আসহাবুত-তাখরীজ : যারা মাযহাবের উসুলকে মেনে নিয়ে ফুরু মাসআলার উপর গবেষণা করেছেন। ইমাম কুদুরী, মারগিনানী, কাসানী প্রমুখ ফকীহ এই তাবাকার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৫. আসহাবুল-ইফতা : যারা ফুরু মাসআলাসমূহের নির্ভরকৃত দলীলসমূহের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এবং অশুদ্ধ-অনুপযুক্ত-উপযুক্ত এবং অধিকতর উপযুক্ত-এর মাঝে পার্থক্য করত ফাতওয়া দিতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

এই পদ্ধতিতে ইমাম মারগিনানীর অবস্থান সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব।

ইমাম মারগিনানীর রচনাবলি

ইমাম মারগিনানী তাঁর রচনাবলির দ্বারা মারগিনানী-উত্তর হানাফী ফিক্‌হচর্চার কেন্দ্রে স্থান করে নেন। তাঁর আল-হিদায়া নামক গ্রন্থ, শুধু হানাফী আলিমগণই নন, অন্যান্য

৫. **মুজতাহিদ মুতলাক মুন্তাসিব :** যে-সকল মুজতাহিদ স্বাধীনভাবে গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও কোনো একজন ইমামের মূলনীতির অনুসরণ করে ইজতিহাদকর্মে অংশগ্রহণ করেছেন এমন মুজতাহিদগণকে মুজতাহিদ মুতলাক মুন্তাসিব বলা হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে মুজতাহিদ মুতলাক মুন্তাসিবকে ইমামের মতের বিপরীতে মতামত দিতে দেখা যায়। মুজতাহিদ মুতলাক মুন্তাসিব প্রকারের ইমামগণও মুজতাহিদ মুতলাক ইমামগণের মত মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

মাযহাবের আলিমদের মাঝেও সমাদৃত হয়। নিম্নে ইমাম মারগিনানীর রচিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. বিদায়াতুল-মুবতাদী : ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী রহ.-এর *আল-জামিউস-সগীর* এবং ইমাম কুদুরী রহ.-এর *আল-মুখতাসার* এর উপর নির্ভর করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। *বিদায়াতুল মুবতাদী* বৃহদাংশে কুদুরীর *আল-মুখতাসার*-এর উপর নির্ভর করলেও লেখক প্রতিটি অধ্যায় শেষে ঐ অধ্যায় সম্পর্কিত *আল-মুখতাসারে* স্থান না পাওয়া মাসআলাসমূহ *আল-জামিউস সগীর* থেকে বাছাই করে একত্রিত করেন এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাঁর *বিদায়াতুল মুবতাদী* রচনা করেন। তবে পরবর্তীকালে *বিদায়াতুল মুবতাদী*-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে লেখক কর্তৃক রচিত আল-হিদায়ার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপকতার কারণে বিদায়াতুল-মুবতাদী পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। বিদায়াতুল মুবতাদী পরবর্তীকালে আবু-বকর বিন আলী আল-আমিলীর (মৃ. ৭৬৫/১৩৬৪) পক্ষ থেকে কাব্যে রূপান্তরিত করা হয় (Celebi ND, 1/228)।

২. কিফায়াতুল মুন্তাহী : ইমাম মারগিনানী তাঁর বিদায়াতুল-মুবতাদী গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে এই গ্রন্থটি প্রণয়ন শুরু করেন। তবে এর পরিধি ব্যাপক হয়ে যাওয়ায় তিনি আরও সংক্ষিপ্ত একটি ব্যাখ্যা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল-হিদায়া রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই তাঁর আল-হিদায়ার ভূমিকায় বলেন-

> আমি বিদায়াতুল মুবতাদী রচনার শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আল্লাহর তাওফীকে আমি কিফায়াতুল মুন্তাহী নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করবো। অতপর আমি তা (রচনা) শুরু করলাম, যদিও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা ছিল না। অতঃপর যখন রচনা কার্য সম্পাদন শেষ হবার পর্যায়ে উপনীত হলাম তখন তাতে কিছু ব্যাপকতা উপলব্ধি করলাম এবং অনুভব করলাম যে এই (ব্যাপকতার) কারণে গ্রন্থটি পরিত্যাক্ত হয়ে যাবে, তাই আবার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়ে আল-হিদায়া নামক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলাম (Al-Marghīnānī ND, 2/12)।

তাশকপ্রুজাদে, ইবনু কুত্‌লুবুগা এবং কুরেশি প্রমুখ তাবাকাত আলিমগণ কিফায়াতুল মুন্তাহীর আশি খণ্ড পর্যন্ত রচিত হবার কথা উল্লেখ করেন (Qurashi 1993, 2/628; Ibn Quṭlūbughā 1992, 207; Tashkopruzade 1961, 101; 1985, 2/238)। তবে মেরন এ গ্রন্থের ৮ম খণ্ড পর্যন্ত রচনা সমাপ্ত হওয়ার দাবি করেছেন (Meron 2002, 414)|

৩. আল-হিদায়া : বিদায়াতুল-মুবতাদীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। রচনাশৈলীর উৎকর্ষের কারণে হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। এমনকি একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ হবার পরেও মাযহাবের মতনসমূহের মাঝে স্থান করে নিতে সক্ষম হয় আল-হিদায়া। পরবর্তী অধ্যায়ে আল-হিদায়ার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৪. আত-তাজনীস ওয়াল মযীদ ফিল-ফাতাওয়া : বুনিয়াদী ফিক্‌হী গ্রন্থসমূহের আদলে রচিত বিকায়াত ও নাওয়াযিল[৬] প্রকারের গ্রন্থ (Özel 1990, 88)। গ্রন্থের শুরু থেকে হজ্জ সম্পর্কিত অধ্যায় পর্যন্ত মুহাম্মদ আমীন মাক্কির তাহকীক সহ ২০০৪ সনে করাচী ইদারাতুল-কুরআন ওয়াল-উলুম আল-ইসলামীয়ার পক্ষ থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

৫. মুখতারাতুন-নাওয়াযিল : দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহের সংকলনে রচিত। বিদায়াতুল-মুবতাদী থেকে আরো সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থখানি ২০১৪ সনে মাকতাবাতুল-এরশাদ কর্তৃক ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হয়।

৬. আল-ফারাইযুল-ওসমানিয়্যা : ফারায়িয সম্পর্কিত আল-ওসমানী নামক একটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেব রচিত। আল-ফারাইযুল-ওসমানিয়্যার, সুলেমানিয়া গ্রন্থাগারে Reşid Efendi 380 ক্রমিকে গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ সংরক্ষিত রয়েছে।

এর বাইরেও বিভিন্ন বিবলিওগ্রাফিক গ্রন্থে লেখকের মু'জামুশ-শুয়ুখ, নাশরুল-মাযাহিব, আল-মজীদ ফি ফুরুইল-হানাফীয়্যা, আল-মুন্তাকা, মাজমুয়াতুন-নাওয়াযিল, আল-মানাসিক, মুন্তাকাল-মারফু এবং শারহুল-জামি'ইস-সগীর নামে গ্রন্থাবলির কথাও জানা যায়। তবে এ সকল গ্রন্থের লিখিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

আল-হিদায়া : আধেয় ও রচনাশৈলী

আল-হিদায়া, তার আধেয়ের বিচারে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তবে তার রচনাশৈলীর উৎকর্ষ তাকে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ হয়েও হানাফী মাযহাবে 'মুতুন' সমূহের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। লেখক তাঁর গ্রন্থকে 'কিতাব' এবং তার অন্তর্গত 'বাব' দ্বারা বিভক্ত করেছেন। প্রতিটা 'বাব' কে আবার অন্তর্গত মাসআলাসমূহের আলোকে একাধিক 'ফছল'এ বিভক্ত করেছেন। এই গবেষণায় নির্ভরকৃত সংস্করণ মতে গ্রন্থে সর্বমোট ৫৬ টি 'কিতাব, এবং ১৬৪ টি 'বাব' রয়েছে। সালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির মত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলিকে এক একটি 'কিতাব' হিসেবে এবং আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহকে 'বাব'-এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। যেমন যাকাতকে 'কিতাব, আর তার অধীনে 'চারণভূমিতে বিচরণকারী পশুর যাকাত'কে বাব হিসেবে, এবং তার অধীনে 'উটের যাকাত', 'গরুর যাকাত' ইত্যাদিকে এক একটি ফছল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কখনো কখনো আলোচ্য মাসআলাসমূহের মাঝে পার্থক্য করার জন্য 'ফছল' ব্যবহার করেছেন। সেক্ষেত্রে নতুন ফছল এর জন্য কোনো নাম প্রদান করেননি। যেমন ইমাম কুদুরী তাঁর আল-মুখতাসার-এ ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কিত

৬. **বিকায়াত ও নাওয়াযিল গ্রন্থ :** ফিক্‌হ সংস্কৃতিতে মাযহাবী ইমামগণের পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত এবং তাদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে স্থান না পাওয়া সমস্যাসমূহ আলোচনাকারী গ্রন্থসমূহকে বিকায়াত ও নাওয়াযিল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুখতাসার প্রকারের গ্রন্থসমূহে ফিকহের মৌলিক মাসআলাসমূহ স্থান পাওয়ার বিপরীতে বিকায়াত ও নাওয়াযিল প্রকারের গ্রন্থসমূহে দৈনন্দিন জীবনে সম্মুখীন হওয়া নিত্যনতুন মাসআলাসমূহ স্থান পেয়ে থাকে।

মাসআলাসমূহ কোনো ধরনের পার্থক্যকরণ ব্যতীত উল্লেখ করলেও ইমাম মারগিনানী ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত অধ্যায়ে (কিতাবুল-বুয়ু) ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ, যার উপসংহার হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য এবং মূল্য তাদের পরিমাণসহ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হতে হবে, আলোচনা করার পরে উল্লিখিত শর্তসমূহের সঙ্গে ভিন্নতা পোষণ করে এমন মাসআলাসমূহকে নতুন একটি 'ফছল' এর অধীনে আলোচনা করেছেন (Al-Marghīnānī ND, 2/23-29)। মুরাবাহা এবং তাওলিয়া (ক্রয় মূল্যে পণ্য বিক্রয়) সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান উল্লেখ করত ক্রয়কৃত পণ্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা না করা সম্পর্কিত আলোচনা নতুন একটি 'ফছল'এর অধীনে শুরু করেন (Al-Marghīnānī ND, 2/59)। যেহেতু এ সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ শুধুমাত্র মুরাবাহা এবং তাওলিয়াই নয়, বরং সব প্রকারের বিক্রয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত, তাই মুরাবাহা এবং তাওলিয়া সম্পর্কিত আলোচনা হতে পৃথক করার জন্য একটি ভিন্ন 'ফছল' উল্লেখ করেন।

লেখক প্রতিটি অধ্যায়ে শুরুতে ইমাম কুদুরীর আল-মুখতাসার-এর মাসআলাসমূহ, অতপর ইমাম মুহাম্মদ এর জামিউস-সগীর এর মাসআলাসমূহকে স্থান দিয়েছেন। কখনো কখনো আল-মুখতাসার এর আলোচনা সমাপ্ত হবার পূর্বেই জামিউস-সগীর এর মাসআলা আলোচনা শুরু করেছেন। অতপর আল-মুখতাসার-এর অবশিষ্ট আলোচনা একটি নতুন 'ফছল' এর অধীনে উল্লেখ করেছেন।

লেখক পবিত্রতা সম্পর্কিত অধ্যায়ের দ্বারা তাঁর গ্রন্থ শুরু করেন। সালাত, যাকাত, সাওম এবং হজ্জ দ্বারা ইবাদত সম্পর্কিত অধ্যায় সমাপ্ত করেন। অতঃপর বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায় দ্বারা পরিবার সম্পর্কিত বিধি বিধানের আলোচনা শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম কুদুরীর উপরে ইমাম মুহাম্মদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম কুদুরী তাঁর আল-মুখতাসার-এ ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনার পরে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত আলোচনার স্থান দিয়েছেন। মারগিনানী হদ্দ সম্পর্কিত অধ্যায় এবং পানীয় সম্পর্কিত অধ্যায় (কিতাবুল-আশরিবা)-এর মাঝে ক্রয়-বিক্রয়, কুরবানী ইত্যাদি সম্পর্কিত অধ্যায়ের আলোচনা স্থান দিয়েছেন। যদিও কিতাবুল হুদুদ এবং কিতাবুল আশরিবাহ পাশাপাশি অবস্থানের দাবি রাখে।

ইমাম কুদুরী যাকাত অধ্যায়ে উট গরু ছাগল ইত্যাদির প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'বাব' নির্ধারণ করলেও ইমাম মারগিনানী এসকল 'বাব'কে 'চারণভূমিতে বিচরণকারী পশুর যাকাত সম্পর্কিত বাব'-এর অধীনে একত্রিত করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য একটি করে 'ফছল' নির্ধারণ করেছেন। বর্ণিত পদ্ধতি আল-হিদায়ায় বারংবার পরিলক্ষিত হওয়া একটি অবস্থা। যেমন ইমাম কুদুরী তালাক, রাজাআত, খুলু, ইদ্দত ইত্যাদি বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে 'কিতাব' নির্ধারণ করলেও ইমাম মারগিনানী এ সম্পর্কিত সকল মাসআলা 'কিতাবুত-তালাক' এর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন 'বাব' এর মাধ্যমে আলোচনা করেন। ইমাম কুদুরী ইদ্দতকালীন সময়ে

জন্ম নেয়া শিশুর পরিচয়, ইদ্দত সম্পর্কিত অধ্যায়ে আলোচনা করলেও ইমাম মারগিনানী আলোচ্য মাসআলাসমূহকে দুটি পৃথক 'বাব' এর অধীনে আলোচনা করেন।

লেখক সাধারণত ইমাম আবু-হানীফা এবং তাঁর ছাত্রদ্বয় ইমাম আবু-ইউসুফ এবং ইমাম শায়বানীর মতামতকে আল-হিদায়ায় স্থান দিয়েছেন। কোথাও কোথাও ইমাম যুফার-এর মতামতও পরিলক্ষিত হয়। অন্য মাযহাবের ইমামদের মধ্য হতে ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম মালিকের মতামতের উল্লেখ পাওয়া গেলেও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতামতকে গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়নি।

ইমাম মারগিনানী ইমাম কুদুরীর আল-মুখতাসারকে অবলম্বন করে তাঁর গ্রন্থ রচনা করলেও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের সূচি নির্ধারণে তিনি ইমাম কুদুরীর আল-মুখতাসারকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অনেকের মতে তিনি এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদের আল-জামিউস সগীরকে অনুসরণ করেছেন বলে দাবি করা হলেও উপরোক্ত আলোচনায় আল-হিদায়ার রচনাশৈলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে গ্রন্থ রচনায় ইমাম মারগিনানীর একটি স্বাধীন রচনাশৈলী অনুসরণ করার বিষয়টিই প্রতীয়মান হয়।

ইমাম মারগিনানীর এই স্বাধীন রচনাশৈলী তাঁর মহৎ সৃজনশীলতার কথা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও বিষয়বস্তু হয়েছে। মেরন ইমাম মারগিনানী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণ সম্পর্কিত অধ্যায়কে (বাবুন-নাফাকা) কিতাবুত তালাক-এর অধীনে উল্লেখ করায় কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। ইমাম মারগিনানীর পূর্বে কেউ স্ত্রীর ভরণপোষণ সম্পর্কিত আলোচনাকে বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায়ে স্থান দিয়েছেন, কেউ বা এই সম্পর্কিত আলোচনা সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায়ে স্থান দিয়েছেন, তবে কেউই ভরণপোষণকে তালাক-এর অধ্যায়ে আলোচনা করেননি। মেরনের মতে স্ত্রীর ভরণপোষণ সম্পর্কিত অধ্যায়ের অবস্থান ইতঃপূর্বে একটি তাত্ত্বিক ধারা অনুসরণ করে নির্ধারিত হয়ে আসছিলো। ইমাম মারগিনানী এবং মারগিনানী-উত্তর যুগে সেই তাত্ত্বিক আলোচনাটির মৃত্যু ঘটে। তিনি ইমাম মারগিনানী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণ সম্পর্কিত অধ্যায়কে (বাবুন-নাফাকা) কিতাবুত-তালাক এর অধীনে উল্লেখ করাকে তাত্ত্বিক না হয়ে বরং 'প্রাগমাটিক' বা বাস্তবমুখী বলেছেন (Meron 1969, 93-94; 2002, 412)। কেননা, নাফাকা সম্পর্কিত আলোচনাটি তালাকের সঙ্গে শতভাগ সম্পর্কিত না হলেও মূলত তালাকের পরেই নাফাকা নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।

আল-হিদায়ায় সাধারণত পারিভাষাসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়নি, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। 'মুরাবাহা', 'তাওলিয়া' এবং 'হাওয়ালা' সে সকল ব্যতিক্রমী পরিভাষাসমূহের কতিপয়।

তশাকপ্রুজাদে আল-হিদায়ায় ইমাম মারগিনানী কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু পরিভাষার উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন (Tashkopruzade 1985, 2/239-40)। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিভাষা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. 'আল-কিতাব' দ্বারা ইমাম কুদুরীর আল-মুখতাসারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. 'ফিক্‌হ' শব্দের দ্বারা, যেমন 'আল-ফিকহু ফীহি কযা', আকলি দলিলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. নিজের মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে 'কালাল আব্দুয যাঈফ আ'ফা আনহু' বাক্য ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে পরিলক্ষিত হওয়া 'কালা রহিমাহুল্লাহু' বাক্যাংশ, তাঁর ইন্তেকালের পর ছাত্রদের পক্ষ হতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. 'মাশাইখুনা' শব্দের দ্বারা ট্রান্স-অক্সিয়ানার আলিমদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইসলামী ফিক্‌হের যুগোপযোগিতা ও আল-হিদায়া

ইসলাম কোনো একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল, স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী, কিংবা বিশেষ সময়ের জন্য নয়, বরং সর্বযুগের সমগ্র মানবতার মুক্তির মন্ত্র হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের এই বিশ্বজনীনতা, ইসলামী আইনের স্থান, কাল এবং ব্যক্তি ভেদ ব্যতিরেকে সর্বকালে মানবসমাজের সর্বস্তরে বাস্তবায়িত হওয়ার উপযোগিতা রাখে। সুতরাং ইসলামী আইন অর্থাৎ ফিক্‌হ শাস্ত্র রচনায় আত্মনিয়োগকারীদের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে সর্বকালে মানবতার সর্বস্তরের জন্য উপযোগী বিমূর্ত ধারণাসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। ইমাম মারগিনানীকে তাঁর রচিত আল-হিদায়া গ্রন্থে ইসলামী আইনের এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হতে দেখা যায়। এমনকি সময়ে সময়ে ইমাম মারগিনানীকে, পরিবর্তিত সমাজ ও জীবনাচারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার নিমিত্তে তাঁর পূর্বসূরিদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে, বিভিন্ন বিধিবিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে দেখা যায়। যেমন ইমাম কুদুরী 'বিক্রয় পরবর্তী পণ্য নিরীক্ষণের ইখতিয়ার' সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে বাড়ির বহিরাঙ্গন দর্শন করত বাড়ি ক্রয় করলে তার বিক্রয় পরবর্তী পণ্য নিরীক্ষণের ইখতিয়ার অকার্যকর হয়ে যাওয়ার দাবি করেন। ইসলামী আইনে ক্রেতা পণ্য দর্শন ব্যতীত কোনো পণ্য ক্রয় করলে, পরবর্তী সময়ে পণ্য হস্তগত করার সময়ে পণ্য নিরীক্ষণ ও প্রত্যর্পণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। ইমাম কুদুরীর মতে বাড়ি বা ঘরের অভ্যন্তর দর্শন করা ব্যতিরেকে কেউ শুধুমাত্র বাড়ির বহিরাংশ দর্শন করত বাড়ি ক্রয় করলে তা বাড়ি দর্শন হিসেবে পরিগণিত হবে এবং ক্রেতার বিক্রয়-পরবর্তী পণ্য নিরীক্ষণ ও প্রত্যর্পণ করার অধিকার অকার্যকর হয়ে যাবে। ইমাম মারগিনানী, ইমাম কুদুরীর এই সিদ্ধান্তকে তার সময়ের জন্য অনুপযোগী ঘোষণা করেন। পূর্ববর্তী সময়ে ঘরসমূহ সাধারণত এককক্ষ-বিশিষ্ট এবং অভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকত। তাই বাড়ির বহিরাংশ দর্শন করাই তার অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইমাম মারগিনানীর সময়ে ঘরসমূহ একাধিক কক্ষ-বিশিষ্ট ও নানান আকৃতিতে তৈরি হতে শুরু করে। তাই সে সময়ের জন্য বাড়ির বহিরাংশ দর্শন করা তার অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য আর যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় ইমাম মারগিনানী, ইমাম কুদুরীর সিদ্ধান্তের বিপরীতে ক্রেতার, বাড়ির অভ্যন্তর দর্শন না করা পর্যন্ত বিক্রয়-পরবর্তী পণ্য নিরীক্ষণ ও প্রত্যর্পণ করার অধিকার সংরক্ষণের দাবী করেন (Al-Marghīnānī ND, 2/35)।

অপর একটি উদাহরণে ইমাম কুদুরী মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত উকিলের একই সঙ্গে পণ্য হস্তগত করার দায়িত্বেও নিয়োজিত হওয়ার কথা বলেন। ইমাম যুফার এই মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। ইমাম মারগিনানী তাত্ত্বিক বিবেচনায় ইমাম কুদুরীর

সিদ্ধান্তের অধিকতর যৌক্তিক হওয়ার কথা স্বীকার করলেও তার সময়ে উকিলদের মাঝে খিয়ানতের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ণিত মাসআলায় ফাতওয়া ইমাম যুফারের পক্ষে হওয়ার দাবি করেন। অর্থাৎ হতে পারে যে, কেউ তার পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনায় কোনো এক উকিলের উপর আস্থা রাখেন, কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে তার পণ্য হস্তগত করার ক্ষেত্রে তিনি উক্ত উকিলের উপর আস্থা রাখেন না। তাই পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ইমাম মারগিনানী মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত উকিলের একই সঙ্গে পণ্য হস্তগত করার দায়িত্বেও নিয়োজিত না হওয়ার পক্ষে মত দেন (Al-Marghīnānī ND, 2/146-47)।

ইমাম মারগিনানী সময় ও স্থান ভেদে মানব চরিত্রের এই পরিবর্তনের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে সদা বিবর্তনশীল মানব সমাজের নিত্যনতুন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে, বিধিবদ্ধ আইনের পরিবর্তে বিমূর্ত আইনী নীতিসমূহের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। যা, 'আল-হিদায়া' রচনায় ইমাম মারগিনানীকে ইসলামী, বিশেষত হানাফী আইন শাস্ত্রের মৌলিক আইনী ধারণাসমূহকে (কাওয়ায়িদ এবং দাওয়াবিত) ব্যাপকভাবে স্থান দিতে উৎসাহিত করেছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সময়, অঞ্চল ও ব্যক্তি ভেদে নিত্য-নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই, স্থান, কাল ও ব্যক্তিভেদ ব্যতিরেকে সর্ব কালের সর্বস্তরের মানব সমাজের জন্য উপযোগী একটি আইনী ব্যবস্থা, স্বভাবতই বিমূর্ত মৌলিক আইনী ধারণাসমূহ নির্ভর হওয়ার দাবী রাখে। ইমাম মারগিনানী এই বাস্তবতাটিকে বিবেচনায় নিয়েই তার রচিত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে কাওয়ায়িদ এবং দাওয়াবিত[৭] এর ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। মারগিনানী নিজেই কিতাবের ভূমিকায় বলেন-

> আল্লাহ সামর্থ্য দিলে আমি এর প্রতি অধ্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় পরিহার করে মৌলিক বর্ণনা এবং অকাট্য দলীলসমূহ সমাবিষ্ট করবো। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করবো। তবে তা এমন সব মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করবে যার উপর নির্ভর করে বহু আনুষাঙ্গিক বিষয় আহরিত হবে (Al-Marghīnānī ND, 1/12)।

ইমাম মারগিনানী আন্ত-মাযহাব কিংবা মাযহাবের অভ্যন্তরে ইমামগণের মাঝে প্রকাশ পাওয়া মতানৈক্যসমূহ আলোচনা করত নির্বাচিত মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে কুরআন এবং সুন্নাহ এর পাশাপাশি কাওয়ায়িদ এবং দাওয়াবিতকেও ব্যাপকভাবে স্থান দিয়েছেন (Al-Marghīnānī ND, 2/141)। শুধুমাত্র নির্বাচিত মতের পক্ষাবলম্বনের নিমিত্তেই নয়, কখনো কখনো বর্ণিত মতটিকে একটি মৌলিক

৭. **কাওয়ায়িদ ও দাওয়াবিত :** ফিক্‌হ শাস্ত্রে কিছু মূলনীতি কল্পনা করা হয়ে থাকে যা বিভিন্ন ফিকহী মাসআলায় হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববিবেচনায় নেয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন- الاعتبار في العقود للمعاني لا للألفاظ, الضرورة تبيح المحظورات, এসকল মূলনীতিকে কাওয়ায়িদ ও দাওয়াবিত ফিকহিয়্যা বলা হয়। কাওয়ায়িদ ফিকহিয়্যা, ফিকহের সকল কিংবা অধিকাংশ বাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার বিপরীতে দাওয়াবিত ফিকহের কোনো একটি নির্দিষ্ট বাবের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

নীতির ছায়ায় অবস্থান দেয়ার জন্য (Al-Marghīnānī ND, 2/48-49) কিংবা বর্ণিত দলীল (নস)কে ব্যাখ্যা করার জন্যও (Al-Marghīnānī ND, 2/56) লেখককে কাওয়ায়িদ ও দাওয়াবিতের আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে আল-হিদায়ার অবস্থান

হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহের অন্যতম এবং বুনিয়াদীগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত আল-হিদায়া, হিদায়া-উত্তর যুগে হানাফী রচনাবলির কেন্দ্রে অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রের 'ক্লাসিক' বা বুনিয়াদী গ্রন্থ হিসেবে সাধারণত মাযহাবসমূহের প্রতিষ্ঠাকারী ইমামদের পক্ষ হতে প্রণীত গ্রন্থসমূহ এবং সেসবের উপর রচিত শরহ এবং মুখতাসারসমূহকে বিবেচনা করা হয়। আল-হিদায়া তার নির্ভরকৃত গ্রন্থসমূহের (ইমাম মুহাম্মাদের আল-জামিউস-সগীর এবং ইমাম কুদুরীর আল-মুখতাসার) বিবেচনায় একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলেও তার রচনাশৈলীর উৎকর্ষ এবং হিদায়া-উত্তর যুগের হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর তার প্রভাব বিবেচনায় একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কার পক্ষ হতে বলা হয়েছে তা জানা না গেলেও আল-হিদায়া সম্পর্কে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ إن الهداية كالقرآن قد نسخت *** ما ألفوا قبلها في الشرع "কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থকে মানসুখ করে দেয়ার মতো আল-হিদায়াও তার পূর্ববর্তী সকল ফিকহী গ্রন্থকে মানসুখ করে দিয়েছে" প্রবাদটি হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে আল-হিদায়ার গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে। ইতঃপূর্বে আমরা মেরনের আলোচনায় দেখেছি, আল-হিদায়া কিভাবে হিদায়া-উত্তর যুগের হানাফী রচনাবলির কেন্দ্রে অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। মেরনের আলোচনা উপর্যুক্ত প্রবাদটির যথার্থতা প্রমাণ করে।

আল-হিদায়া, প্রাক আধুনিক হানাফী ফিক্‌হচর্চার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। সেলজুক এবং ওসমানীয় উভয় শাসনামলেই মাদ্রাসাসমূহের কারিকুলামে অন্যতম প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে আল-হিদায়া সমাদৃত হয়েছে সর্বদাই। বিশেষত ওসমানীয় মাদ্রাসাসমূহে সুলতান ফাতিহ মাহমুদ (৮৩৫-৮৮৬/১৪৩২-১৪৮১)-এর সময়কাল হতে শুরু করে কানুনী সুলতান সুলাইমান (৯০০-৯৭৪/১৪৯৪-১৫৬৬) এবং পরবর্তী সময়েও ফিক্‌হ শিক্ষার অন্যতম প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে আল-হিদায়া পঠিত হয়েছে (Koşe 2001, 353)। তুর্কিস্তানে 'ওকফিয়া'র ফিক্‌হ পাঠসমূহে এবং মন্ত্রীদের পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠিত 'খারিজ' নামক মাদ্রাসাগুলোতে আল-হিদায়ার পঠিত হওয়া, স্বয়ং বাদশাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে (Atay 1983, 85)। কানুনী সুলতান সুলাইমান-এর সময়কালে স্বয়ং বাদশাহর নির্দেশে তাশকপ্রুজাদে পাঁচ বছর আল-হিদায়া পড়িয়েছেন (Uzunçarşılı 1965, 42; Atay 1983, 95)।

একইভাবে ভারতীয় হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রেও আল-হিদায়া গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্রাট আলমগীরের (১৬১৮-১৭০৭) নির্দেশে রচিত ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী নামক ফাতওয়া সংকলনেও আল-হিদায়ার সূচি অনুকরণ করা হয়েছে। এমনকি বর্তমানেও বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মাদ্রাসাসমূহে আল-হিদায়া একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে পঠিত হয়।

আল-হিদায়ার উপর প্রণীত গ্রন্থসমূহ

আল-হিদায়া তার রচনাশৈলীর কারণে সমগ্র হানাফী দুনিয়াব্যাপী ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বলখ থেকে কোনিয়ায় আসা প্রখ্যাত সুফী মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী ১২৩৩ সনের পরে সিরিয়ায় হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ নিতে গিয়ে মুকাদ্দিমিয়্যা মাদ্রাসায় আল-হিদায়া পড়ার কথা জানা যায় (Arpaguş 2007, 94-95)। এই তথ্য ইমাম মারগিনানীর ইন্তেকালের (১১৯৭) মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যেই আল-হিদায়ার হানাফী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পরার এবং মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করার কথা প্রমাণ করে। আল-হিদায়ার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপকতার আরেকটি উদাহরণ আল-হিদায়ার উপর রচিত ব্যাখ্যা-হাশিয়া-তা'লীক-তাখরীজ গ্রন্থসমূহের ব্যাপকতা। নিম্নে আল-হিদায়ার উপর প্রণীত কিছু গ্রন্থের পরিচিতি উপস্থান করা হল।

শরহ এবং হাশিয়া প্রকারের গ্রন্থসমূহ

১. আল-ফাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা : এটি ইবনু কুত্‌লুবুগা এবং লখনভীর পক্ষ থেকে উল্লিখিত এবং মুরাত শিমশেক কর্তৃক নির্বাচিত নাম (Ibn Quṭlūbughā 1992, 215; Lucknawi ND, 125; Şimşek 2014, 298)। তবে আহমেত ওজেল এই গ্রন্থের নাম হাশিয়াতুল হিদায়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Özel 1990, 109-10)। আবুল বারাকাত আন-নাসাফীর শিক্ষক ট্রান্স-অক্সিয়ান হানাফী আলিম হামিদুদ্দিন আদ-দারির আর-রামিসী আল-বুখারী (মৃ. ৬৬৬/১২৬৮)-এর পক্ষ হতে প্রণীত এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি, আল-হিদায়ার সর্বাধিক পুরাতন এবং এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য মতে প্রথম ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তবে কাতিব চেলেবীর দেয়া তথ্য মতে মারগিনানীর সমসাময়িক আবুল-কাসেম (আবুল মাহামিদ) আলাউদ্দিন মাহমুদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ আল-হারিসী আল-মারওয়াযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯) কর্তৃক খুলাসাতুন নিহায়া ফী ফাওয়াইদিল হিদায়া একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি (Celebi ND, 2/2039. From Şimşek. Foot note no. 126)। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Şehid Ali Paşa 824 ক্রমিকে আল-ফাওয়াইদুল-ফিকহিয়্যার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে ।

২. আল-কিফায়া : আল-মুগনি ফি উসুলিল-ফিক্‌হ গ্রন্থের রচয়িতা প্রসিদ্ধ উসুলবিদ আবু মুহাম্মদ জালালুদ্দীন ওমর আল-হাব্বাজী (৬২৯-৬৯১/১২৩২-১২৯২)-এর পক্ষ থেকে প্রণীত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Carullah 780, Esad Efendi 89 Ges Yanicami 406 ক্রমিকে আল-কিফায়ার হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

৩. নিহায়াতুল-কিফায়া ফি দিরায়াতিল-হিদায়া : বুখারা 'সদর' পরিবারের অন্যতম সদস্য প্রসিদ্ধ ট্রান্স-অক্সিয়ানিয়ান হানাফী আলিম তাজুশ শরীয়াহ আবু আব্দুল্লাহ ওমর বিন সাদরুশ শরীয়া আল-আউয়াল আল-মাহবুবী আল-বুখারী (মৃ. ৭০৯/১৩০৯)-এর পক্ষ হতে প্রণীত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Kadızade Mehmed 207, Serez 821, 822; Fatih 713 Ges Saliha Hatun 78, 79 ক্রমিকে নিহায়াতুল-কিফায়ার হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

৪. কিতাবুল-গায়াহ : খিলাফ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ আস-সেরুজী (৬৩৭-৭১০/১২৩৯-১৩১০)-এর পক্ষ হতে রচিত। কিতাবুল-গায়াহ ছাড়া লেখকের আদাবুল কাযাও হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Carullah 785-796, Sülemaniye 530-535, Kadızade Mehmed 196, 199, 200, 201Ges Karaçelebizade 167, 172, 173, 202 ক্রমিকে কিতাবুল গায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

৫. আন-নিহায়া : প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম হুসামুদ্দিন হুসাইন বিন আলী আল-বুখারী আস-সি'নাকী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪)-এর পক্ষ হতে প্রণীত আল-হিদায়ার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের অন্যতম। আল্লামা সুয়ুতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) আন-নিহায়াকে আল-হিদায়ার সর্বাধিক পুরাতন ব্যাখ্যাগ্রন্থ হওয়ার দাবি করেছেন (Özel 1990, 127)। জালালুদ্দীন কোনেভীর পক্ষ থেকে খুলাসাতুন নিহায়া ফি ফাওয়াইদিল হিদায়া নামে আন-নিহায়াকে এক খণ্ডে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে।

৬. মিরাজুদ দিরায়াহ : ট্রান্স-অক্সিয়ান হানাফী আলিম কিয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-কাকী আস-সিনজারী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮)-এর পক্ষ হতে রচিত হয়েছে। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Şehid Ali Paşa 869, Sülemaniya 552, Esad Efendi 986, Kadızade Mehmed 177, Mahmud Paşa 205, Karaçelebizde Müsameddin 140 Ges Fatih 1974-1978 ক্রমিকে মিরাজুদ দিরায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

৭. গায়াতুল-বায়ান ওয়া নাদিরাতুল-আকরান : আবু-হানীফা কিয়ামুদ্দীন আমির কাতিব বিন আমির ওমর বিন আমির গাযী আল-ইতকানী আল-ফারাবী (৬৮৫-৭৫৮/১২৮৬-১৩৫৭)-এর পক্ষ হতে রচিত। লেখক ৭২১/১৩২১ সনে ৩০ বছর বয়সে বর্ণিত গ্রন্থ রচনা শুরু করে ৭৪৭ সনে শেষ করেন বলে উল্লেখ করা হয় (Akgündüz 2001, 465)। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Damad İbrahim Paşa 625-626, Esad Efendi 827-832 Ges İsmihan Sultan 154-159 ক্রমিকে গায়াতুল-বায়ানের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

৮. আল-কিফায়া : আল-হিদায়ার প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের মাঝে অন্যতম আল-কিফায়া, জালালুদ্দীন বিন শামসুদ্দীন আল-খাওয়ারিযিমী আল-কুরলানী (মৃ. ৭৬৭/১৩৬৬)-এর পক্ষ হতে প্রণীত। আল-কিফায়ার রচয়িতা হিসেবে কখনো কখনো ইবনুত তুর্‌কমানী, কখনো বা তাজুশ শরীয়ার কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, যা আহমেত ওজেল ভুল বলে দাবি করেছেন (Özel 1990, 144)।

৯. আত-তাওশীহ : কায়রোয় বসবাসকারী প্রসিদ্ধ ভারতীয় হানাফী আলিম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন ওমর বিন ইসহাক বিন আহমাদ আল-হিন্দী আশ-শিবলী আল-গযনভী (৭০৪-৭৭৩/১৩০৪-১৩৭২)-এর পক্ষ হতে রচিত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Kadızade Mehmed 208 ক্রমিকে আত-তাওশীহ-এর একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

১০. আল-'ইনায়া : আল-হিদায়ার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের অন্যতম আল-ইনায়া, ইকমালুদ্দীন আল-বাবরতী আর-রুমী (৭১৪-৭৮৬/১৩১৪-১৩৮৪)-এর পক্ষ হতে প্রণীত। সা'দী চেলেবীর পক্ষ থেকে হাশিয়াতুল ইনায়া নামে আল-ইনায়ার একটি হাশিয়াও প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১. আত-তানবীহ 'আলা মুশকিলাতিল হিদায়া : আবুল হাসান আলী আদ-দামিশকী (মৃ. ৭৯২/১৩৯০)-এর পক্ষ থেকে রচিত হয়েছে।

১২। হাশিয়াতুল হিদায়া : প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম আবুল-হাসান আলী আস-সাইয়িদ আল-জুরজানী (৭৪০-৮১৬/১৩৪০-১৪১৩)-এর পক্ষ থেকে রচিত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Carullah 613 এবং Serez 960 ক্রমিকে হাশিয়াতুল-হিদায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। মুরাত শিমশেক আলোচ্য গ্রন্থ প্রকৃত পক্ষে আছীরুদ্দীন আল-আবহারীর দর্শন ও মান্তিক শাস্ত্রের উপর রচিত হিদায়াতুল হিকমার হাশিয়া হওয়ার দাবি করেছেন (Şimşek 2014, 308)।

১৩. শরহুল-হিদায়া : প্রসিদ্ধ শাফিয়ী আলিম তকি উদ্দীন আবু-বকর আল-আলাবী আদ-দামিশকী (৭৫২-৮২৯/১৩৫১-১৪২৬)-এর পক্ষ হতে রচিত। তুরস্কের উস্কুদারস্ত হাজী সেলিম আগা গ্রন্থাগারে Nurban Sultan 89 ক্রমিকে শারহুল হিদায়ার একটি হস্তলিখিত আংশিক পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

১৪. আল-বিনায়া : আল-হিদায়ার, বিশেষত হিদায়ায় বর্ণিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল ক্বারীর লেখক প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মদ বাদরুদ্দীন আল-আইনী (৭৬২-৮৫৫/১৩৬১-১৪৫১)-এর পক্ষ হতে রচিত।

১৫. ফাতহুল-কদীর : আল-হিদায়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের মাঝে অন্যতম ফাতহুল-কদীর, হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এবং মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃত কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল-হুমাম (৭৯০-৮৬১/১৩৮৮-১৪৫৭)-এর পক্ষ হতে প্রণীত। তবে লেখক ফাতহুল-কদীর এর রচনা সমাপ্ত হবার পূর্বেই ইন্তিকাল করায় পরবর্তীকালে কাযী যাদাহ আহমদ শামসুদ্দীন (মৃ. ৯৮৮/১৫৮০)-এর পক্ষ হতে 'নাতাইজুল আফকার' নামে অসম্পূর্ণ অংশ রচিত হয়।

১৬. শরহুল হিদায়া : মুসান্নিফেক নামে প্রসিদ্ধ ওসমানীয় আলিম আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মাসঊদ আল-বিস্তামী আশ-শাহ্‌রুদী (৮০৩-৮৭৫/১৪০১-১৪৭০)-এর পক্ষ হতে রচিত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Esad Efendi 637 ক্রমিকে এবং ফাতিহ গ্রন্থাগারে ১৯৬৫, ১৯৬৬ ক্রমিকে শরহুল হিদায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির একটি অংশ সংরক্ষিত রয়েছে।

১৭. নিহায়াতুন নিহায়া শরহুল-হিদায়া : মুহাম্মদ বিন আস-সিহনা আল-হালাবী (মৃ. ৮৯০/১৪০৫)-এর পক্ষ হতে রচিত। নিহায়াতুন নিহায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি তোপকাপি প্রাসাদ যাদুঘর গ্রন্থাগারে 3742 E.H. 758 ক্রমিকে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৮। শরহ আলাল-হিদায়া : প্রসিদ্ধ ওসমানী আলিম শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া বিন বায়রাম আল-আঙ্কারাভী আর-রুমী, যাকারিয়া এফেন্দী (৯২০-১০০১/১৫১৪/১৫৯৩)-এর পক্ষ হতে রচিত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Serez 964 Ges Sultan Ahmed I. 90 ক্রমিকে শারহ আলাল হিদায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে।

১৯. তাসহিলুল হিদায়া ওয়া তাহসিলুল কিফায়া : শিহাবুদ্দিন আবুল-আব্বাস বিন মুলাইক বিন নাকিব-এর পক্ষ হতে রচিত হয়েছে। 37 A. 883/2 ক্রমিকে তাসহীলুল হিদায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি তোপকাপি প্রাসাদ যাদুঘর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

২০. তাবয়ীনুল-হিদায়া ওয়া তাওযীহুল-বিদায়া : ওসমানী আলিম এবং কাযী গিদিজলি মেহমেদ এফেন্দী (১১৬৫-১২৫৩/১৭৫২-১৮৩৭)-এর পক্ষ থেকে রচিত হয়েছে। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Yahya Tevfik 1439/128 ক্রমিকে তাবয়ীনুল-হিদায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

আল-হিদায়ার উপর প্রণীত মুখতাসার গ্রন্থ

বিকায়াতুর রিওয়ায়াহ : হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রে 'মুতুন-ই-সালাস', 'মুতুন-ই-আরবাআ' এবং 'মুতুন-ই-সিত্তা'-এর প্রত্যেকটিতেই স্থান পাওয়া এই প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ফিক্‌হ গ্রন্থটি, বুরহানুশ-শরীয়া মাহমুদ বিন ওবায়দুল্লাহ বিন মাহমুদ আল-মাহবুবী (মৃ. ৮ম/১৪শ শতাব্দী)-এর পক্ষ হতে প্রণীত। তিনি তাঁর পৌত্র সদরুশ শরীয়া আল-আসগার এর জন্য আল-হিদায়া থেকে বাছাইকৃত বর্ণনা সমূহের সংকলন হিসেবে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কোনো কোনো গ্রন্থে বিকায়াতুর রিওয়ায়াহ-এর রচয়িতা হিসেবে তাজুশ শরীয়া এর নাম উল্লেখিত হয়ে থাকে। সম্ভবত 'লেখক কর্তৃক তাঁর পৌত্রের জন্য এ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে' কথাটির উপর নির্ভর করে এই বিভ্রান্তির উদয় হয়ে থাকতে পারে। যেহেতু তাজুশ শরীয়া সম্পর্কে সদরুশ শরীয়া আল-আসগার-এর দাদা হন। অপরদিকে বুরহানুশ শরীয়াও সম্পর্কে সদরুশ শরীয়া আল-আসগার-এর মায়ের দিক থেকে নানা হন। লখনভীর দেয়া তথ্যমতে বুরহানুশ শরীয়া বিকায়াতুর রিওয়ায়াহ এবং তাজুশ শরীয়া আন-নিহায়ার রচয়িতা।

বিকায়াতুর-রিওয়ায়াহ পরবর্তীকালে সদরুশ শরীয়া আল-আসগার কর্তৃক প্রথমে আন-নিকায়াহ নামে সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়, পরে শরহুল বিকায়া নামে ব্যাখ্যা করা হয়।

আল-হিদায়ার উপর প্রণীত 'তাখরীজ' গ্রন্থসমূহ

আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি আহাদীসিল-হিদায়া : ইবনুত-তুর্কমানী নামে প্রসিদ্ধ প্রখ্যাত হানাফী আলিম কাযিউল-কুযাত আবুল-হাসান আলাউদ্দীন আলী বিন ওসমান আত-তুর্কমানি (৬৩৮-৭৫০/১২৮৪-১৩৪৯)-এর পক্ষ হতে প্রণীত। ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ-এর মতে হাদীসবিশারদদের ছাত্র ইবনুত-তুর্কমানী আল-কিফায়া ছাড়াও ইমাম বায়হাকীর উপরে আল-জাওহারুন-নকী নামে অপর একটি হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য বিখ্যাত। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Carullah 261 ক্রমিকে আল-কিফায়ার একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

নাসবুর রায়াহ ফী আহাদীসিল-হিদায়া : আল-হিদায়ার উপর প্রণীত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এই তাখরীজ গ্রন্থখানা, প্রখ্যাত হানাফী হাদীস বিশারদ আবু মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মদ আয-যাইলা'য়ী (মৃ. ৭৬২/১৩৬০)-এর পক্ষ হতে প্রণীত হয়। পরবর্তী সময়ে আল-হিদায়ার উপর রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে নাসবুর-রায়ার প্রভাব হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে নাসবুর-রায়ার গুরুত্বকে প্রকাশ করে। নাসবুর-রায়ার উপর ইবনু হাজার আল-আসকালানীর (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯) পক্ষ হতে আদ-দিরায়াহ ফী মুন্তাখাবি তাখরীজি আহাদীসিল-হিদায়া নামে একটি মুখতাসার গ্রন্থও প্রণীত হয়।

আল-ইনায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল-হিদায়া : প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ এবং তাবাকাত আলিম আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আব্দুল-কাদির আল-কুরেশী আল-মিসরী (৬৯৬-৭৭৫/১২৯৭-১৩৭৩)-এর পক্ষ হতে রচিত। হিদায়ার উপর লেখকের *তাহযীবুল-আসমা'য়িল ওয়াকি'আতি ফিল-হিদায়া* নামে অপর একটি রচনাও রয়েছে। সুলেয়মানিয়া গ্রন্থাগারে Yenicami 261 ক্রমিকে আল-ইনায়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

মুনইয়াতুল-আলমা'য়ী ফি মা ফাতা মিন তাখরীজি আহাদীসিল-হিদায়া লিয-যাইলা'য়ী : ইমাম যাইলা'য়ীর নাসবুর-রায়াতে অংশ না পাওয়া হাদীসসমূহের তাখরীজ করার উদ্দেশ্যে ইবনু কুত্‌লুবুগা নামে প্রসিদ্ধ প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস ও তাবাকাত আলিম আবুল-আদল যাইনুদ্দীন কাসিম বিন কুত্‌লুবুগা আল-জামালী আল-মিসরী (৮০২-৮৭৯/১৩৯৯-১৪৭৪)-এর পক্ষ হতে প্রণীত।

হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে, বিশেষত ফিক্‌হ পাঠ্যসূচীতে মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়া আল-হিদায়া যুগে যুগে অসংখ্য ব্যাখ্যা, হাশিয়া, তা'লীক এবং তাখরীজ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হয়েছে। তাঁর মধ্যে কিছু গ্রন্থের নাম শুধুমাত্র বিব্লিওগ্রাফি বিষয়ক গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। আমরা উপরে অন্ততপক্ষে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়– এমন কিছু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি। যা আল-হিদায়ার উপর রচিত গ্রন্থসমূহের কিয়দংশ মাত্র।

উপসংহার

ইসলামের ইতিহাসে, বিশেষত ইসলামী জ্ঞানের জগতে ট্রান্স-অক্সিয়ানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ইসলামী জ্ঞানের জগতকে ট্রান্স-অক্সিয়ানার উপহার দেয়া বিদ্বানবর্গ ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগব্যাপী মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞানের জগতে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞানের জগতে নেতৃত্ব প্রদানকারী ট্রান্স-অক্সিয়ানিয়ান আলিমদের মাঝে ইমাম আবুল-হাসান বুরহানুদ্দীন আলী ইবনু আবু-বকর আল-মারগিনানী অন্যতম। ইমাম মারগিনানী হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ববর্গের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রে ক্লাসিক-উত্তর যুগের সূচনাকারী তিনি এবং মারগিনানী-পরবর্তী হানাফী ফিক্‌হ, বৃহদাংশে তাঁর দেখানো পথের অনুসারী। লেখকের আল-হিদায়া নামক হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ খানা, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মাঝে সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ হিসেবে

মারগিনানী-উত্তর যুগে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়। আল-হিদায়া ইমাম মুহাম্মাদের আল-জামি'উস-সগীর এবং ইমাম কুদুরীর আল-মুখতাসার থেকে বাছাইকৃত মাসআলাসমূহের সংকলনে রচিত বিদায়াতুল-মুবতাদী নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে রচিত হয়েছে। লেখক এই গ্রন্থে হানাফী এবং অন্যান্য মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ মতামতসমূহকে দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতটির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। রচনাশৈলীর উৎকর্ষ আল-হিদায়াকে শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্যতাই দেয়নি; বরং মারগিনানী-উত্তর যুগে হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের নতুন যুগের চালিকার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইমাম মারগিনানীর জীবনী ও তার রচিত 'আল-হিদায়া নামক গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে ইসলামী আইনের এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি আরও বিস্তারিত গবেষণার বিষয়বস্তু হওয়ার দাবি রাখে। পাঠকবৃন্দের প্রতি 'আল-হিদায়া'র বিভিন্ন অধ্যায়, বিশেষত ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ, আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইমাম মারগিনানী কর্তৃক উল্লেখিত নীতিমালাসমূহের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত গবেষণার বিষয়টি সময়ের অপরিহার্য দাবি। নতুন গবেষকগণ এ দিকটিতে মনোযোগ দেবেন আশা করি।

Bibliography

Ainī, Badr al-Dīn. 2000. *Al-Bināya Sharḥ al-Hidāya*, I-X. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah..

Akgündüz, Ahmet. 2001. *"İtkânî"* DİA, XXIII, 464-65.

Arpaguş, Safi. 2007. "Mevlâna Celâleddin Rûmî (1207-1273)" İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi 5:10, 94-95

Atan, Ömer Faruk. 2016. "Hanefi Literatüründe Muhtasarlar ve Metinler" İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 2:2, 65-81.

Atay, Hüseyin. 1983. *Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi: Medrese Programları, İcazetnameler, Islahat Hareketleri*. İstanbul: Dergah Yayınları.

Al-Bahsain, Ya'qūb ibn Abdul Wahāb. 1414/1993. *Al-Takhrīī 'Inda al-Fuqahā' wa al-Ushuliyyin, Dirāsah Nazriah Tathbīqiyyah Ta'shīliyyah.* Riyadh: Maktabat al-Rushd.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn ʿ Ali ibn Abu Bakr ibn ʿ Abd al-Jalīl al-Farghānī .N.D. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*.. Beirut: Dār al-Arqam.

Bedir, Murteza. 2014. *Buhara Hukuk Okulu.* İstanbul: İSAM Yayınları.

Celebi, Katib or Ḥajjī Khalīfah. N.D. *Kashf Al-Ẓunūn ʿAn Asāmī Al-Kutub Wa al-Funūn*, I-II. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Hossain, Muhammad Rezaul & Siddiqui, Mostafa Kabir. 2019. "Burhān Uddīn al-Margīnānī's Al-Hidāya Introduction and Characteristics" *Islami Ain O Bichar* 14:56, 117-142.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. N.D. *Majmūat Rasāil Ibn ʿĀbidīn.* Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Ibn Quṭlūbughā, Abū al-Fidā Zain al-Dīn al-Qāsim ibn 'Abd Allāh. 1992. *Tāj al-tarājim.* Beirut: Dār al-Qalam.

Kavakçı, Yusuf Ziya. 1976. XI ve XII. *Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mâvara al-Nahr İslâm Hukukçuları*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Koca, Ferhat. 2004. "MERGÎNÂNÎ, Burhâneddin" DİA, XXIX, 182-183.

Köşe, Murtaza. 2001. "Ferganalı Bir hukukçu Mergînânî ve Hidâya Adlı Eseri" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 8:17, 345-363.

Lucknawi, Abd Al-Hayy. 1996. *al-Hidāya (with Lucknawi's commentary)*, I-VIII. Karachi: Idarat al-Kur'an wa Ulum al-Islamiyyah.

___ N.D. *Al-Fawāid al-Bahiyya fi Tarājim al-Hanafiyya*, Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Meron, Yaakov. 1969. "The Development of Legal Thought in Hanafi Texts" Studia İslamica 30, 73-118.

___2002. "Marghīnānī, His Method and His Legacy" Islamic Law and Society 9:3, 410-16.

Özel, Ahmet. 1990. Hanefi Fıkıh Alimleri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Özgüdenli, Osman Gazi. 2003. "Mâverâünnehir" DİA, XXVIII, 177-180.

Qurashi, Abd al-Qadir. 1993. al-Jawahir al-Muziyya fi Tabaqat al-Hanafiyya, I-V. Giza: Dar Hajr.

Şimşek, Murat. 2014. "Bir Hanafi Klasiği: Mergînânî'nin el-Hidâye'si ve Üzerine Yapılan Çalışmalar" Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 12:23, 279-321.

Tashkopruzade, Abu al-Khayr Ahmad.1370/1961.Tabaqat al-Fuqaha. Musul: N.P.

___1985. Mifah al-Sa'ada wa Misbah al-Siada fi Mawzuat al-Ulum, I-III. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiya.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. 1965. Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilâtı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Ziriklī, Khayr al-Dīn. 2002. al-Aʿlām : Qāmūs Tarājim, I-VIII. Beirut: Egypt: Dār al-Ilm al-Malayīn.

Zarnūjī, Burhān al-Islām.1425/2004. Ta'līm al-Muta'allim-Ṭarīq at-Ta'-allum. Khartum: Dār al-Sudān.